Contents

১৬শ বর্ষ/৯ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

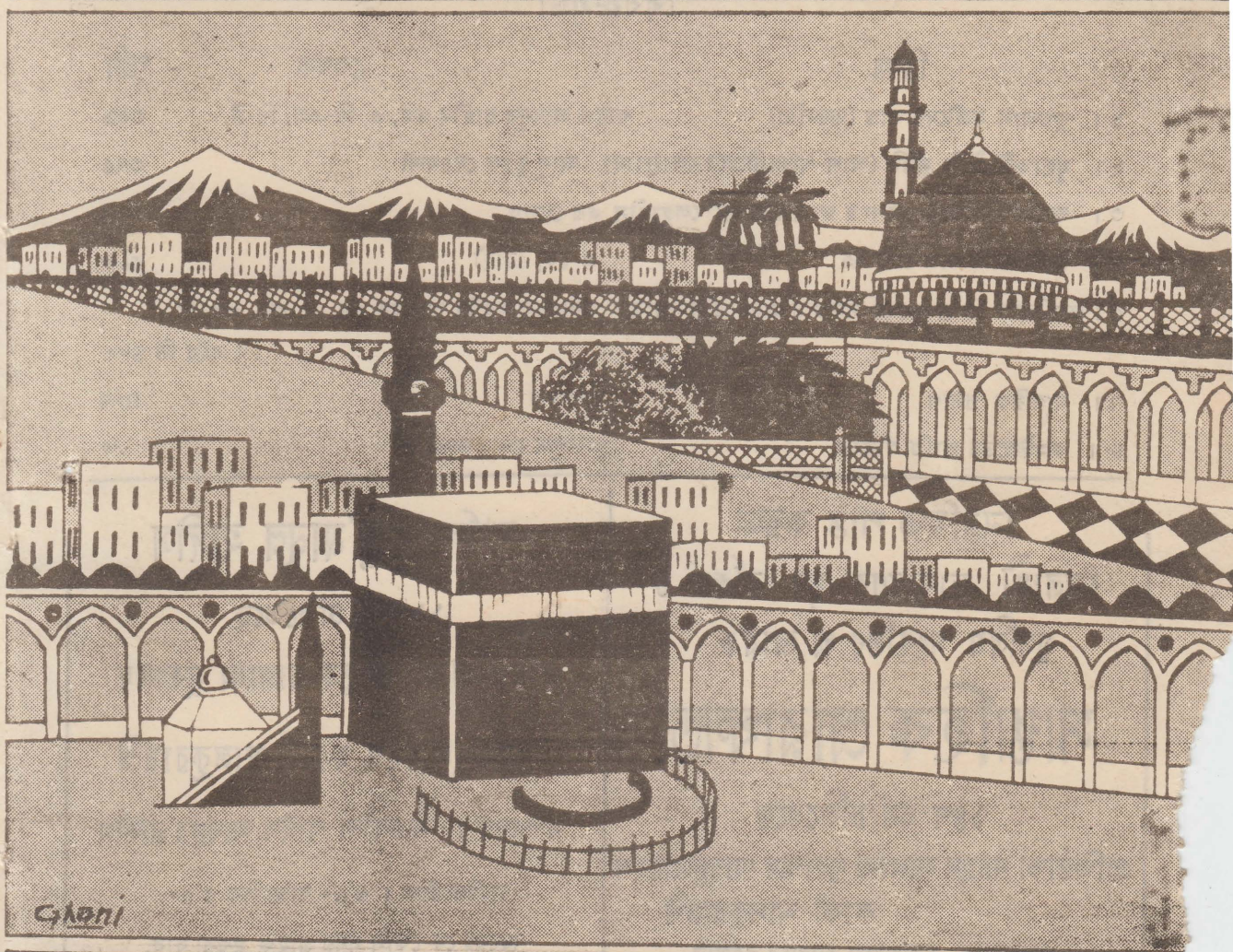

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬০৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

ষোড়শ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ বাংলা ; রমযান-শওয়াল, ১৩৯০ হিঃ নভেম্বর, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ,

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,	৩৬৯
২। মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৩৭৫
৩। আসন্ন নির্বাচনে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস এর প্রস্তাব		৩৮৫
৪। কেন আমি মার্ক্সবাদী নই	এ, কে, রোহী	৩৮৮
৫। জন্মনিয়ন্ত্রণ কি জনসংখ্যা সমস্যার একমাত্র সমাধান ?	অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ এম, এ, এল, এল, বি, পি এইচ ডি	৪০০
৭। সাময়িক প্রসংগ	সম্পাদক	৪০৭
৮। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৵০

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকিব ও

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৪শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০, ষান্মাসিক ঃ ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত,

৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

১৬শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ

আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ—মওলানা শাইখ আবদুর রাহীম

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাসিক ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়,

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ' বর্ষ	অগ্রহায়ন ১৩৭৭ বংগাব্দ ; রমযান শওওয়াল ১৩৯০ হিঃ নভেম্বর, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ	৯ম সংখ্যা

কোরআন মজীদের ভাষ্য

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

٢١ - قَالَ نُوحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِى وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗ اِلَّا خَسَارًا ۝

২১। নূহ বলিল, "হে আমার রাব্ব, নিশ্চয় তাহারা আমার আদেশ অমান্য করিল এবং এমন লোকদের অনুসরণ করিল যাহাদের সম্পদ ও সন্তান তাহাদের (ঐ সন্তান ও সম্পদ ওয়ালাদের) কেবলমাত্র লোকসান বাড়াইল।

২১। চতুর্দশ আয়াত হইতে বিংশতি আয়াত পর্যন্ত সাতটি আয়াতে বলা হয় যে, নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্ সালাম তাঁহার জাতিকে তাহাদের জনন-পদ্ধতি এবং পৃথিবী ও আকাশের নির্মাণ-কৌশল চিন্তা করিয়া আল্লাহের ক্ষমতা ও মহিমা উপলব্ধ করিতে বলেন। তারপর তাঁহার জাতি যে সব অপকর্ম করে উহা উল্লেখ করিয়া তিনি আল্লাহের নিকট যে ভাবে অভিযোগ পেশ করেন তাহা এই আয়াতে ও ইহার পরের তিনটি আয়াতে বর্ণনা

www.ahlehadeethbd.org

২২। "এবং তাহারা অত্যন্ত গুরুতর ষড়যন্ত্র করিল।

২৩। "এবং তাহারা বলিল, [ওহে জনগণ,] তোমাদের মা'বুদদিগকে ছাড়িও না। আর তোমরা না ওদ্দ্‌কে ছাড়িও, আর না সুওয়া'কে, আর না য়াগুস্, য়া'উক্ বা নাস্‌রকে।

٢٢ - ومكروا مكرا كبارا •

٢٣ - وقالوا لا تذرن الهتكم

ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث

ويعوق ونسرا •

করা হয়।

এই আয়াতটিতে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের জাতির দুইটি অপকর্মের কথা বলা হয়। একটি হইতেছে

انهم عصونى : নিশ্চয় তাহারা আমার আদেশ অমান্য করিল। তৃতীয় আয়াতটিতে উল্লিখিত "আতী উনি" অর্থাৎ 'আমার আদেশ মান্য কর' বলিয়া নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালাম যে নির্দেশ দিয়াছিলেন উহা তাহারা মানে নাই। শুধু তাই নয়। তাহাদের অপর অপকর্মটি এই ছিল যে, তাহাদের মধ্যেকার ধনবল ও জনবলে বলীয়ান লোকদের প্ররোচনায় তাহারা অন্যায় ও অধর্ম কাজে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ধন জন এইজন্য দেন যে, মানুষ তাহাদের সাহায্যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মংগল লাভ করিবে। কিন্তু নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের জাতির মধ্যে যাহারা ধনে জনে বলীয়ান ছিল তাহারা উহা এমন কাজে লাগাইল যে, তাহার ফলে তাহাদের পারলৌকিক সমূহ ক্ষতি সাধিত হইল।

২২। كبار (কুব্‌বার) : অত্যধিক বড়, অত্যন্ত গুরুতর। 'কাবীর' শব্দের অর্থ বড়, 'কুবার' শব্দের অর্থ 'অধিক বড় এবং 'কুব্‌বার' শব্দের অর্থ অত্যধিক বড়।'

এই আয়াতে বলা হয় যে, তাহারা অত্যধিক বড় ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই অত্যধিক বড় ষড়যন্ত্রের তাৎপর্য এই যে, ধনাঢ্য, সম্ভ্রান্ত, নেতৃস্থানীয় লোকেরা নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের আদেশ অমান্য করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকদিগকেও তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার জন্য প্ররোচিত করিত।

২৩। নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের জাতির মধ্যে যে, সব লোক ধনবলে ও জনবলে বলীয়ান ছিল তাহাদের ভীষণ ষড়যন্ত্রের একটি দৃষ্টান্ত এই আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। তাহা এই যে, তাহারা জনগণকে বলিত, "তোমাদের বাপদাদা পূর্ব পুরুষেরা যাহাদের ইবাদাত পূজা করিত এবং যাহারা যুগযুগান্ত ধরিয়া সকল মানুষের উপাস্য ও নমস্য হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাদের পূজা অর্চনা তোমরা নূহের কথায় খবরদার ছাড়িও না। বিশেষতঃ তোমরা ওদ্দ্, সুওয়া' য়াগুস, য়া'উক ও নাস্‌র এই পাঁচ জন দেবতার উপাসনা ব্যাপারে সুদৃঢ় থাকিও। আয়াতটি হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা বহু দেব দেবীর মূর্তির পূজা করিত, তন্মধ্যে এই পাঁচটি মূর্তি ছিল সর্ব প্রধান।

মূর্তিপূজার প্রচলন—মূর্তিপূজার প্রবর্তন সম্পর্কে ইমাম রাযী তাহার তাফসীর কাবীর গ্রন্থে বলেন, ইমাম আবু যাইদ আল্ বাল্‌খী বলেন—ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, মানুষ যে সব পাথর বা কাঠ কাটিয়া-চিরিয়া খোদাই করিয়া অথবা কাদামাটি খড়-কুটা দিয়া যে সব মূর্তি প্রস্তুত করে তাহা কোন মতেই পৃথিবী আকাশ, জীবজন্তু ও গাছপালার সৃষ্টিকর্তা হইতে পারে না। এই ব্যাপারে সব জ্ঞানী একমত। এই সত্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। অথচ ইহাও চরম সত্য

www.ahlehadeethbd.org

যে, মূর্তির পূজা উপাসনা নূহ আলাইহিস সলাতু অস্ সালামের পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং মহাপ্লাবনের পরেও উহা প্রবর্তিত হইয়া আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কাজেই স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠে, মূর্তিপূজার ধর্মটি সকল যুগে সকল দেশে প্রচলিত থাকিবার কারণ কি ?

মূর্তিপূজা প্রবর্তন ও প্রচলনের কারণ খুঁজিতে গিয়া অনেক কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ছয়টি দেওয়া হইল।

(এক) ইহার মূল হইতেছে আল্লাহকে শরীরী ও কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করা। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহাদের একদল বলেন যে, আল্লাহ হইতেছেন একটি বিরাট জ্যোতি বা 'নূর' আর মালায়িকাহ হইতেছেন ছোট ছোট জ্যোতি। এই বলিয়া তাহারা একটি বিরাট ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি তৈয়ার করিয়া ঐ বড় মূর্তিটিকে আল্লাহের এবং ক্ষুদ্র মূর্তিগুলিকে মালায়িকার প্রতীক জ্ঞানে পূজা করিতে থাকে।

(দুই) অপর এক দল আল্লাহকে শরীরী বিশ্বাস করিয়া ইহাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ নিজেকে অপরের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাজেই এই অবতারবাদে বিশ্বাসীরা যখন কোন মনুষ হইতে অথবা কোন জড়পদার্থ হইতে অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ হইতে দেখে তখন তাহারা ঐ মানুষকে এবং ঐ জড় পদার্থকে আল্লাহের অবতার জ্ঞানে পূজা করিতে শুরু করে এবং পরবর্তী যুগে উহা স্থায়ী হইয়া পড়ে।

(তিন) নক্ষত্র সমূহের উপাসকেরা বিশ্বাস করিত যে, পরমেশ্বর নক্ষত্রগুলিকে সৃষ্টি করিয়া ঐ নক্ষত্রগুলির হাতে বিশ্বজগত পরিচালনার ভার অর্পন করেন। তাহাদের মতে নক্ষত্রগুলি হইতেছে আল্লাহের দাস, আর মানুষ হইতেছে ঐ নক্ষত্রগুলির দাস। কাজেই মানুষের প্রত্যক্ষ উপাস্য হইতেছে নক্ষত্রপুঞ্জ। কিন্তু নক্ষত্রপুঞ্জ বৎসরের অনেক সময় অদৃশ্য থাকার কারণে সকল সময় উহাদের উপাসনা সম্ভব হয় না বলিয়া লোকে তাহাদের প্রতীক-স্বরূপ মূর্তি তৈয়ার করিয়া উহার উপাসনা করিতে থাকে। এই ভাবে মূর্তিপূজার প্রবর্তন হয়।

(চারি) সাধু সজ্জন লোকের মৃত্যুর পরে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অথবা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহার বংশধরেরা মূর্তি প্রস্তুত করিত। কালক্রমে দুই-চারি যুগ পরে ঐ মূর্তিগুলির পূজা হইতে আরম্ভ হয়।

(পাঁচ) ঐ সাধু সজ্জন লোকদের মূর্তিগুলিকে প্রথম প্রথম কিবলাহরূপে স্থাপন করা হইত। কিন্তু বস্তুতঃ আল্লাহেরই ইবাদত করা হইত। কালক্রমে উহারই পূজা হইতে থাকে।

(ছয়) কোন বড় রাজা বাদশাহের অথবা কোন বড় নেতার মৃত্যু হইলে তাঁহাদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে লোকে তাঁহাদের মূর্তি গড়িয়া রাখিত। কালক্রমে ঐ মূর্তি পূজিত হইতে আরম্ভ হইত।

এই আয়াতে ওদ্দ, সুআ', য়াগূস, য়া'উক ও নাস্র নামে যে পাঁচটি মূর্তির উল্লেখ রহিয়াছে সেইগুলি ঐ সব নামে পরিচিত আদম সন্তানদের মূর্তির প্রতীক ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্নু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, যে মূর্তিগুলি নূহের জাতির মধ্যে ছিল সেইগুলি পরে আরবে পৌঁছে। ওদ্দ্ মূর্তিটি দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে 'কাল্ব্' সম্প্রদায়ে, সুওা' মূর্তিটি হুযাইল গোত্রে, য়াগুস প্রথমে মুরাদ গোত্রে তারপর সাবা দেশের জা'ফ্ স্থলে বানূ গুতাইফ গোত্রে, য়া'উক হাম্দান গোত্রে এবং নাস্র হিম্য়ার গোত্রের যুল্-কলা' বংশে ছিল।—সাহীহ বুখারী: ৭৩২ পৃষ্ঠা। প্রশ্ন উঠে যে, মহাপ্লাবনে ঐ মূর্তিগুলিই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তবে সেই-গুলি আরবে পৌঁছিল কি করিয়া? উত্তরে বলা হয় ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, নূহের যামানার মহাপ্লাবনে ঐ মূর্তিগুলি ভূ গর্ভে প্রোথিত হয়। তারপর বহু কাল পরে শয়তান সেইগুলি উত্তোলন করিয়া আরবের মুশরিকদের নিকট পৌঁছাইয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

٢٤ - وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَلَا تَزِدِ
الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝

২৪। "আর তাহারা পূর্বেও বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। আর (হে আমার রাব্ব) তুমি অন্যায় আচরণকারীদিগকে বিভ্রান্তিতেই বৃদ্ধি দিতে থাক।"

٢٥ - مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا
نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَنْصَارًا ۝

২৫। তাহাদের কতই না অপরাধ সমূহের কারণে তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিয়া তাহাদিগকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করানো হইল। ফলে তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া সাহায্যকারী পাইল না।

২৪। قد اضلوا : তাহারা পূর্বেও পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। এখানে 'তাহারা' এর দুইটি তাৎপর্য হইতে পারে। (এক) নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের কাওমের দলপতিরা। তখন ব্যাখ্যা এই দাঁড়াইবে যে, নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের নুবুওতের পূর্বেও ঐ দলপতিরা আরো অনেক লোককে গুমরাহ করিয়াছিল এবং তাঁহার যামানাতেও বহু লোককে গুমরাহ করে। (দুই) 'তাহারা' বলিয়া ঐ প্রধান মূর্তিগুলিকে বুঝানো হইয়াছে। ইহার নযীর কুরআনে আরো আছে। যথা, সূরাহ ১৪ ইবরাহীম : ৩৬ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সলাতু অস্সালাম এই বলিয়া দুআ করেন, "হে আমার রাব্ব, নিশ্চয় এই প্রতিমাগুলি বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।" আমার মতে এই দ্বিতীয় তাৎপর্যটিই অধিকতর সংগত। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐ আয়াতে স্ত্রীলিংগ বাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ এখানে পুংলিংগবাচক সর্বনাম রহিয়াছে। উহার জওাবে বলিব যে, প্রতিমাগুলি সম্পর্কে পুংলিংগ সর্বনামের ব্যবহারও কুরআনে আছে। যথা, সূরাহ ৭ আল্আ'রাফ : ১৯৫ আয়াতে 'আলাহুম্' (الهم) এ هم পুংলিংগবাচক সর্বনাম প্রতিমার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

لا تزد الظلمين الا ضلالا : অন্যায় আচরণকারীদিগকে বিভ্রান্তিতেই বৃদ্ধি দিতে থাক।

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম তাঁহার জাতির মুশরিকদের অপকর্মসমূহ বর্ণনা করিতেছিলেন। উহার সহিত এই 'দুআটি খাপ খায় না। কাজেই পূর্বাপর যোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। জওাবে বলা হয় যে, নূহ আলাইহিস সলাতু অস্সালাম তাঁহার জাতির মুশরিকদের অপকর্মগুলি বর্ণনা করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং সেই কারণে এই উক্তিটি করিয়া বসেন। আবার প্রশ্ন উঠে যে, নাবীর পক্ষে এই প্রকার বাদ্ দুআ করা মোটেই শোভনীয় নয়। ইহার জওাবে আয়াতটির দুই প্রকার তাৎপর্য দেওয়া হয়। প্রথম জওাব এই যে, এখানে বিভ্রান্তি (ضلال) বলিয়া পার্থিব ব্যাপারে বিভ্রান্তি ধরিতে হইবে। ধর্মীয় ব্যাপারে বিভ্রান্তি ধরা চলিবে না। দ্বিতীয় জওাব এই যে, এখানে 'যালাল' (ضلال) অর্থে 'শাস্তি' হইতে হইবে। কুরআনে সূরাহ ৫৪ আল্কামার : ৪৭ আয়াতে 'যালাল' শব্দটি 'শাস্তি' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

٢٥। مما خطيئتهم : তাহাদের কতই না অপরাধসমূহের কারণে। মিম্মা=মিন্+মা। মিন্=মিন্ আজলি (من اجل)=কারণে। 'মা' শব্দটি পরবর্তী ব্যাপারটির গুরুত্ব ও অভিনবত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যায়িদ (زائد) বা অতিরিক্ত আনা হইয়াছে। ইহার নযীর হইতেছে

www.ahlehadeethbd.org

২৬ - وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكفرين ديارا ۔

২৬। এবং নূহ বলিল, 'হে আমার রাব্ব, কাফিরদের মধ্য হইতে এক জন অধিবাসীকেও তুমি পৃথিবীর উপরে জীবিত ছাড়িও না।

২৭ - انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ۔

২৭। ইহা নিশ্চিত যে, তুমি যদি তাহাদিগকে জীবিত ছাড় তাহা হইলে তাহারা তোমার দাসদিগকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ ঘোর কাফিরদিগকেই জন্ম দিবে।

---

৩ : ১৫৮ আয়াতে فبما رحمة من الله এবং ৪ : ১৫৫ ও ৫ : ১৩ আয়াতদ্বয়ে فبما نقضهم ميثاقهم—অর্থ যথাক্রমে 'আল্লাহের তরফ হইতে আগত কতই না দয়ার কারণে' ও 'তাহাদের কতই না চুক্তি-ভঙ্গের কারণে।'

اغرقوا : তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলা হইল। ইহার পূর্বে 'মিম্মা খাতীআতিহিম' আনার তাৎপর্য এই যে, তাহাদের ঘোর অপরাধের কারণেই তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেওয়ার অন্য কোন কারণ ছিল না। অর্থাৎ কোন গ্রহ নক্ষত্রের যোগাযোগ ইহার কারণ ছিল না।

فادخلوا : উহার অব্যবহিত পরে তাহাদিগকে আগুনে প্রবেশ করানো হইল। এই فاء (ف) অব্যয়টির তাৎপর্য 'অব্যবহিত পরে'। কাজেই এই আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা ডুবিয়া মরার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসে বলা হয় যে, মৃত্যুর পরে নেককারের জন্য জান্নাতের দরজা এবং বদকারের জন্য জাহান্নামের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে, তাহারা তখন হইতেই জান্নাতের সুখের অংশবিশেষ ও জাহান্নামের কষ্টের অংশবিশেষ ভোগ করিতে আরম্ভ করে।

فلم يجدوا...... : ফলে তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কাহাকেও সাহায্যকারী পাইল না। নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের যামানার মুশ্‌রিকেরা জীবিতকালে এই আশায় প্রতিমাগুলির পূজা করিত যে, সেইগুলি সুখ সম্পদ আনিয়া দিবে এবং বালা মুসীবাত ঠেকাইয়া রাখিবে বা দূর করিবে। কিন্তু আল্লাহ যখন তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিল তখন ঐ প্রতিমাগুলি তাহাদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারিল না।

২৭। এই আয়াতে এক জন কাফিরকেও জীবিত না ছাড়িবার জন্য নূহ আলাইহিস সলাতু অস্‌সালামের দুইটি যুক্তি পেশ করা হইয়াছে। একটি যুক্তি এই যে, তাঁহার যামানার কাফিরদের কাহাকেও ছাড়িয়া দিলে পরে তাহারা আল্লাহের বান্দাদিগকে গুম্‌রাহ করিবে। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, তাহাদের সন্তানেরা কাফিরই হইবে। প্রশ্ন উঠে, ভবিষ্যতে কি হইবে এবং কি না হইবে তাহা একমাত্র আলিমুল্‌-গাইব আল্লাহ ত'আলাই জানেন। ইহা নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের জানার কথা নয়। তিনি ইহা বলিলেন কি করিয়া? জওয়াবে বলা হয় যে, তিনি ইহা দুই ভাবে অবগত হন। (এক) তিনি স্পষ্ট অহ্‌ঈযোগে জানেন যে, তাঁহার যামানার কাফিরদের আর কেহই ঈমান আনিবে না। (দুই) তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে ইহা জানিতে

www.ahlehadeethbd.org

٢٨ - رب اغفرلي ولوالدي ولمن
دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنت
ولا تزد الظلمين الا تبارا ٠

২৮। হে আমার রাব্ব, ক্ষমা কর আমাকে আমার পিতামাতাকে, যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমনা স্ত্রীলোকদিগকে ; আর অন্যায় আচরণকারীদিগের কেবলমাত্র বিনাশই বৃদ্ধি করিতে থাক।

পারেন। নয় শত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তিনি ঐ কাফির-মধ্যে বাস করিয়া তিনি তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে চিনিয়াছিলেন। ঐ কাফিরেরা নিজ নিজ ছেলেকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহাকে দেখাইয়া বলিত, "এই লোকটি ঘোর মিথ্যাবাদী। ইহা হইতে সর্বদা দূরে থাকিও। আমার পিতা আমাকে এই উপদেশ দিয়া যান, ইত্যাদি।" এই ভাবে পিতারা কাফির সন্তানের জন্ম দিত।

২৮। رب اغفرلي : হে আমার রাব্ব, আমাকে ক্ষমা কর। পূর্বের আয়াতে বর্ণিত বদ দু'আ করার পরে সম্ভবতঃ নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্ সালামের অন্তরে এই চেতনার উদয় হয় যে, এই বদ দু'আ তো প্রকারান্তরে প্রতিশোধ গ্রহণের শামিল। তাই তিনি নিজ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ولوالدي : আর আমার পিতামাতাকে। নূহ আলাইহিস্ সালাতু অস্ সালামের পিতামাতা উভয়েই মুমিন ছিলেন। বলা হয় যে, আদম পর্যন্ত নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্ সালামের পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহই কাফির ছিল না। তাঁহারা সকলেই মুমিন ছিল!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

بَاب مَاجَاءَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ

[সপ্তবিংশ অধ্যায়]

আহার গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উযূর বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(১৮৬—১) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا إِسْمعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوا لَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ. قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلٰوةِ •

(১০৬—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহ্মাদ ইব্নু মানী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্মা'ঈল ইব্নু ইব্রাহীম, তিনি রিওয়ায়াত করেন আইয়ুব হইতে, তিনি (যুহাইর) ইব্নু আবি মুলাইকাহ (আবদুল্লাহ) হইতে, তিনি ইব্নু 'আব্বাস হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পায়খানা হইতে বাহির হইয়া আসেন। অনন্তর তাঁহার নিকট খাদ্য আনা হইল। তখন সাহাবীগণ বলেন, "আমরা আপনার জন্য উযূর পানি আনিব না?" তিনি বলেন, "আমাকে তো কেবলমাত্র তখনই উযূ করিবার আদেশ করা হইয়াছে যখন আমি সালাতে দাঁড়াইতে যাই।"

(১৮৬—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।৯৮) আনিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবু দাউদ : ২।১৭২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

لَا نَأْتِيكَ : আমরা আনিব না। ইহার প্রথমে জিজ্ঞাসাবোধক 'হাম্যাহ' উহ্য আছে। কাজেই অর্থ হইবে, 'আমরা কি আনিব না?' কোন কোন প্রতিলিপিতে এই 'হাম্যাহ' লিখিতও পাওয়া যায়।

إِنَّمَا أُمِرْتُ : 'কেবলমাত্র' তখন আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। এখানে একমাত্র সালাতের জন্য উযূ করার কথা বলিবার তাৎপর্য কি? তবে কি সালাত ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য উযূ করিতে হইবে না? অথচ আমরা জানি যে, কুর্আন মাজীদ হইতে কিছু লিখিতে হইলে বা কুরআন মাজীদ স্পর্শ করিতে হইলে উযূ করিতে হয়।

www.ahlehadeethbd.org

(١٨٧—٢) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فاتي بطعام فقيل له الا تتوضا فقال اصلي فاتوضا ؟

(১৮৭—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান সা'ঈদ ইব্নু অ বদুর রাহমান আল্মাখ্যূমী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান ইব্নু 'উয়াইনাহ্, তিনি রিওায়াত করেন 'আম্র্ ইব্নু দীনার হইতে, তিনি সা'ঈদ ইব্নুল্ হুওাইরিস হইতে, তিনি ইব্নু 'আব্বা'স হইতে, তিনি বলেন (একদা) রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পায়খানা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অনন্তর খাবার আনা হইল। তখন তাঁহাকে বলা হইল, "আপনি কি উয্ূ করিবেন না?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি কি সলাত সম্পাদন করিতেছি যে, উয্ূ করিব?"

জওাব এই, ইন্নামা (انما) বা অন্য হাস্র (حصر) বাচক শব্দ কখন বাস্তব (حقيقي) এবং কখন আপেক্ষিক (اضافي) হইয়া থাকে। এখানে ইহা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, উয্ূ সালাতের জন্য অবধারিত করা হইয়াছে মাত্র—আহার গ্রহণের জন্য নয়।

(১৮৭—২) এই হাদীসের মর্ম পূর্ব হাদীসটির মর্মের অনুরূপ।

اصلي : সালাত সম্পাদন করিতেছি বা করিব। ইহার পূর্ব জিজ্ঞাসা বোধক হাম্যাহ উহ্য আছে। অর্থাৎ আ উসল্লী : আমি কি সালাত সম্পাদন করিতেছি বা করিব।

فاتوضا -- ফা-আতাওায্যা'। এই 'ফা' অক্ষরটিকে এখানে' সাবাবীয়াহ (سببية) ফা' বলা হয়, কারণ ইহার পূর্বের বাক্যটি সাবাব বা কারণ হইয়া থাকে উহার পরবর্তী বাক্যটির। এই 'ফা' অব্যয়টি পরবর্তী مضارع টিকে নাসাব দেয়। ইহার তারজামা কী ভাবে করা হয় লক্ষ্য করুন।

পূর্বের হাদীসটিতে এবং এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আহার গ্রহণের পূর্বে উয্ূ করিতে অস্বীকার করেন এবং উয্ূ না থাকা অবস্থায় আহার করেন। কাজেই বুঝা গেল যে, আহারের উদ্দেশ্যে উয্ূর কোন প্রয়োজন নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৬। এবং নূহ বলিল, "হে আমার রাব্ব, কাফিরদের মধ্য হইতে এক জন অধিবাসীকেও তুমি পৃথিবীর উপরে জীবিত ছাড়িও না।

٢٦ - وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكفرين ديارا ۝

২৭। ইহা নিশ্চিত যে, তুমি যদি তাহাদিগকে জীবিত ছাড় তাহা হইলে তাহারা তোমার দাস-দিগকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ ঘোর কাফিরদিগকেই জন্ম দিবে।

٢٧ - انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ۝

৩ : ১৫৮ আয়াতে فبما رحمة من الله এবং ৪ : ১৫৫ ও ৫ : ১৩ আয়াতদ্বয়ে فبما نقضهم ميثاقهم—অর্থ যথাক্রমে 'আল্লাহের তরফ হইতে আগত কতই না দয়ার কারণে' ও 'তাহাদের কতই না চুক্তি-ভঙ্গের কারণে।'

اغرقوا : তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলা হইল। ইহার পূর্বে 'মিম্মা খাতীআতিহিম' আনার তাৎপর্য এই যে, তাহাদের ঘোর অপরাধের কারণেই তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহা-দিগকে ডুবাইয়া দেওয়ার অন্য কোন কারণ ছিল না। অর্থাৎ কোন গ্রহ নক্ষত্রের যোগাযোগ ইহার কারণ ছিল না।

فادخلوا : উহার অব্যবহিত পরে তাহা-দিগকে আগুনে প্রবেশ করানো হইল। এই فاء (ف) অব্যয়টির তাৎপর্য 'অব্যবহিত পরে'। কাজেই এই আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা ডুবিয়া মরার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসে বলা হয় যে, মৃত্যুর পরে নেক-কারের জন্য জান্নাতের দরজা এবং বদকারের জন্য জাহান্না-মের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে, তাহারা তখন হইতেই জান্নাতের সুখের অংশবিশেষ ও জাহান্নামের কষ্টের অংশবিশেষ ভোগ করিতে আরম্ভ করে।

فلم يجدوا...... : ফলে তাহারা নিজে-দের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সাহায্যকারী পাইল না। নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের যামানার মুশ্‌রিকেরা জীবিতকালে এই আশায় প্রতিমা-গুলির পূজা করিত যে, সেইগুলি সুখ সম্পদ আনিয়া দিবে এবং বালা মুসীবাত ঠেকাইয়া রাখিবে বা দূর করিবে। কিন্তু আল্লাহ যখন তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিল তখন ঐ প্রতিমাগুলি তাহাদিগকে কোনই সাহায্য করিতে পারিল না।

২৭। এই আয়াতে এক জন কাফিরকেও জীবিত না ছাড়িবার জন্য নূহ আলাইহিস সলাতু অস্‌সালামের দুইটি যুক্তি পেশ করা হইয়াছে। একটি যুক্তি এই যে, তাঁহার যামানার কাফিরদের কাহাকেও ছাড়িয়া দিলে পরে তাহারা আল্লাহের বান্দাদিগকে গুম্‌রাহ করিবে। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, তাহাদের সন্তানেরা কাফিরই হইবে। প্রশ্ন উঠে, ভবিষ্যতে কি হইবে এবং কি না হইবে তাহা একমাত্র আলিমুল্‌গাইব আল্লাহ তা'আলাই জানেন। ইহা নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের জানার কথা নয়। তিনি ইহা বলিলেন কি করিয়া? জওয়াবে বলা হয় যে, তিনি ইহা দুই ভাবে অবগত হন। (এক) তিনি স্পষ্ট অহ্‌ঈযোগে জানেন যে, তাঁহার যামানার কাফিরদের আর কেহই ঈমান আনিবে না। (দুই) তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে ইহা জানিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٨ - رب اغفرلي ولوالدى ولمن
دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنت
ولا تزد الظلمين الا تبارا ٠

২৮। হে আমার রাব্ব, ক্ষমা কর আমাকে আমার পিতামাতাকে, যে ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে এবং মুমিন পুরুষ ও মু'মনা স্ত্রীলোকদিগকে; আর অন্যায় আচরণকারীদিগের কেবলমাত্র বিনাশই বৃদ্ধি করিতে থাক।

পারেন। নয় শত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তিনি ঐ কাফির-মধ্যে বাস করিয়া তিনি তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে চিনিয়াছিলেন। ঐ কাফিরেরা নিজ নিজ ছেলেকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহাকে দেখাইয়া বলিত, "এই লোকটি ঘোর মিথ্যাবাদী। ইহা হইতে সর্বদা দূরে থাকিও। আমার পিতা আমাকে এই উপদেশ দিয়া যান, ইত্যাদি।" এই ভাবে পিতারা কাফির সন্তানের জন্ম দিত।

২৮। رب اغفرلى : হে আমার রাব্ব, আমাকে ক্ষমা কর। পূর্বের আয়াতে বর্ণিত বদ দু'আ করার পরে সম্ভবতঃ নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের অন্তরে এই চেতনার উদয় হয় যে, এই বদ দু'আ তো প্রকারান্তরে প্রতিশোধ গ্রহণের শামিল। তাই তিনি নিজ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ولوالدى : আর আমার পিতামাতাকে। নূহ আলাইহিস্ সালাতু অস্সালামের পিতামাতা উভয়েই মু'মিন ছিলেন। বলা হয় যে, আদম পর্যন্ত নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের পিতৃপুরুষের মধ্যে কেহই কাফির ছিল না। তাঁহারা সকলেই মুমিন ছিল!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী ॥

باب ماجاء في صفة وضوء رسول الله صلي الله عليه وسلم عند الطعام

[সপ্তবিংশ অধ্যায়]

আহার গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উযূর বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(١٨٦—١) حدثنا احمد بن منيع ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه الطعام فقالوا لا نأتيك بوضوء۔ قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلوة ۔

(১৮৬—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহমাদ ইব্নু মানী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ইস্মা'ঈল ইব্নু ইব্রাহীম, তিনি রিওয়ায়াত করেন আইয়ুব হইতে, তিনি (যুহাইর) ইব্নু আবি মুলাইকাহ (আবদুল্লাহ) হইতে, তিনি ইব্নু 'আব্বাস হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পায়খানা হইতে বাহির হইয়া আসেন। অনন্তর তাঁহার নিকট খাদ্য আনা হইল। তখন সাহাবীগণ বলেন, "আমরা আপনার জন্য উযূর পানি আনিব না?" তিনি বলেন, "আমাকে তো কেবলমাত্র তখনই উযূ করিবার আদেশ করা হইয়াছে যখন আমি সালাতে দাঁড়াইতে যাই।"

(১৮৬—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।৯৮) আনিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবূ দাউদ : ২।১৭২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

لا نأتيك : আমরা আনিব না। ইহার প্রথমে জিজ্ঞাসাবোধক 'হাম্যাহ' উহ্য আছে। কাজেই অর্থ হইবে, 'আমরা কি আনিব না?' কোন কোন প্রতিলিপিতে এই 'হাম্যাহ' লিখিতও পাওয়া যায়।

انما امرت : 'কেবলমাত্র' তখন আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। এখানে একমাত্র সালাতের জন্য উযূ করার কথা বলিবার তাৎপর্য কি? তবে কি সালাত ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য উযূ করিতে হইবে না? অথচ আমরা জানি যে, কুরআন মাজীদ হইতে কিছু লিখিতে হইলে বা কুরআন মাজীদ স্পর্শ করিতে হইলে উযূ করিতে হয়।

www.ahlehadeethbd.org

(١٨٧—٢) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فاتي بطعام فقيل له الا تتوضا فقال اصلي فاتوضا ؟

(১৮৭—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান সা'ঈদ ইব্নু অ বদুর রাহমান আল্মাখ্যূমী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান ইব্নু 'উয়াইনাহ, তিনি রিওায়াত করেন 'আম্র ইব্নু দীনার হইতে, তিনি সা'ঈদ ইব্নুল্ হুওাইরিস হইতে, তিনি ইব্নু 'আব্বাস হইতে, তিনি বলেন (একদা) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পায়খানা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অনন্তর খাবার আনা হইল। তখন তাঁহাকে বলা হইল, "আপনি কি উযূ করিবেন না?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি কি সলাত সম্পাদন করিতেছি যে, উযূ করিব?"

জওাব এই, ইন্নামা (انما) বা অন্য হাস্র (حصر) বাচক শব্দ কখন বাস্তব (حقيقي) এবং কখন আপেক্ষিত (اضافي) হইয়া থাকে। এখানে ইহা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, উযূ সালাতের জন্য অবধারিত করা হইয়াছে মাত্র—আহার গ্রহণের জন্য নয়।

(১৮৭—২) এই হাদীসের মর্ম পূর্ব হাদীসটির মর্মের অনুরূপ।

اصلي : সালাত সম্পাদন করিতেছি বা করিব। ইহার পূর্বে জিজ্ঞাসা বোধক হাম্যাহ উহ্য আছে। অর্থাৎ আ উসল্লী : আমি কি সালাত সম্পাদন করিতেছি বা করিব।

فاتوضا ফা-আতাওায্যা'। এই 'ফা' অক্ষরটিকে এখানে 'সাবাবীয়াহ (سببية) ফা' বলা হয়, কারণ ইহার পূর্বের বাক্যটি সাবাব বা কারণ হইয়া থাকে উহার পরবর্তী বাক্যটির। এই 'ফা' অব্যয়টি পরবর্তী مضارع টিকে নাসাব দেয়। ইহার তারজামা কী ভাবে করা হয় লক্ষ্য করুন!

পূর্বের হাদীসটিতে এবং এই হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আহার গ্রহণের পূর্বে উযূ করিতে অস্বীকার করেন এবং উযূ না থাকা অবস্থায় আহার করেন। কাজেই বুঝা গেল যে, আহারের উদ্দেশ্যে উযূর কোন প্রয়োজন নাই।

www.ahlehadeethbd.org

(١٨٨–٣) حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الله بن نمير ثنا قيس بن الربيع ح وحدثنا قتيبة ثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابي هاشم عن زاذن عن سلمان قال قرأت في التوراة ان بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده •

(১৮৮–৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াহ্‌য়া ইব্‌নু মূসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমাইর, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান কাইস ইব্‌নুর্‌ রাবী',—ইমাম তিরমিযী অপর সানাদের অবতারণা করিয়া বলেন, আরও আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল কারীম আল্‌জুর্‌জানী, তিনি রিওয়ায়াত করেন কাইস ইব্‌নুর্‌ রাবী' হইতে, (এখানে সানাদ মিলিত হইল) তিনি রিওয়ায়াত করেন অবূ হাশিম হইতে, তিনি যাযান হইতে, তিনি সাল্‌মান হইতে, তিনি বলেন আমি তাওরাতে পড়িয়াছিলাম যে, খাবারের বারাকাত হইতেছে খাইবার পরে উযূ করা। অনন্তর, আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উহার উল্লেখ করি এবং আমি তাওরাতে যাহা পড়িয়াছিলাম তাহা তাঁহাকে জানাই। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, খাবারে বারাকাত রহিয়াছে উহার পূর্বে উযূ করাতে ও উহার পরে উযূ করাতে।

(১৮৮-৩) এই হাদীস ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩।৯৭) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ইহা সুনান আবু দাউদ : ২।১৭২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

ان بركة الطعام—এখানে প্রথম শব্দটি 'ইন্না' ও 'আন্না' উভয়ই পড়া শুদ্ধ হইবে। তাওরাত হইতে হুবহু উধৃত বাক্য ধরা হইলে 'ইন্না' এবং 'আমি পড়িয়াছি' ক্রিয়ার কর্মকারক গণ্য করা হইলে 'আন্না' পড়া যাইবে।

بركة শব্দের অর্থ 'বৃদ্ধি'। এই বারাকাত বা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে পরোক্ষও হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ বারাকাতের উদাহরণ—তিন সের আটার রুটি ও পাঁচ সের ছাগলের গোশত প্রায় এক হাযার লোকের পরিতৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পরেও খাদ্য বাঁচিয়া থাকা—যেমন খান্দাকের যুদ্ধকালে জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর বাড়ীতে ঘটিয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

পরোক্ষ বারাকাতের দৃষ্টান্ত হইতেছে খাদ্য গ্রহণ করিবার পরে শরীর ও মন সুস্থ থাকা, সৎ কাজে প্রবৃত্তি, সৎ কাজ বেশী হওয়া ইত্যাদি।

প্রথম হাদীস দুইটিতে আহারের উদ্দেশ্যে উযূ করা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হইয়াছে অথচ এই হাদীসে আহার গ্রহণের পূর্বে উযূ করাকে খাদ্যের বারাকাতের কারণ বলা হইয়াছে। পরস্পরবিরোধী এই দুই বর্ণনার সমন্বয় এই ভাবে করা হয় যে, প্রথম হাদীস দুইটিতে 'উযূ' বলিয়া শারী'আতী উযু বুঝানো হইয়াছে এবং এই হাদীসটিতে উযূ' বলিয়া 'মুখ ও হাত ধোওয়া' বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ যে 'উযূ' সলাতের জন্য করা হয় সেই উযু আহারের উদ্দেশ্যে করিতে হইবে না। বরং আহারের পূর্বে এক প্রকার সংক্ষিপ্ত উযু করিতে হইবে; অর্থাৎ মুখ ও হাত ধুইতে হইবে। এখানে উযুর তাৎপর্য মুখ ও হাত ধোওয়া।

মুখ হাত ধুইয়া খাওয়া আরম্ভ করিলে ঐ খাদ্যে আল্লাহ বারাকাত দিবেন এবং অল্প খাদ্যে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইবেন। আর খাওয়া শেষে মুখ হাত ধুইলে আল্লাহ শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল রাখিবেন, সৎ কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি করিবেন এবং অধিক পরিমাণে সৎকাজ করিবার তাওফীক দিবেন।

প্রশ্ন উঠে, আহার গ্রহণের ফলে খাদ্যাদি হাতে মুখে লাগিয়া থাকে। কাজেই আহারের শেষে মুখ হাত ধোওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। আর পাছে পোকা-মাকড় মুখ হাত চাটিয়া ক্ষতি করে এই কারণে মুখ হাত ধোওয়ার সার্থকতাও আছে। কিন্তু আহারের পূর্বে মুখ হাত ধোওয়ার তো কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। উত্তরে বলা হয়, পাখিরা কাজকামে লিপ্ত থাকার জন্য হাতে অনেক কিছু লাগা সম্ভব। কাজেই খাওয়া শুরু করার আগে হাত ধোওয়ার সার্থকতাও আছে। আর আহার গ্রহণের পূর্বে মুখ ধুইলে মন প্রফুল্ল হয়, খাইতে ভাল লাগে ইত্যাদি। এই কারণে খাইবার পূর্বে মুখ ধোওয়া বাঞ্ছনীয়।

আহারের পূর্বে মুখ হাত ধোয়ার কারণে যে সব বারাকত হাসিল হয় তাহা হইতেছে আহার গ্রহণে আগ্রহ, খাদ্যের উপকার লাভ করা ও উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া, এবং ঐ খাদ্যের ফলে মহান স্বভাব ও বাঞ্ছনীয় সংকল্প সৃষ্টি হওয়া। আর আহারের পরে মুখ হাত ধোওয়ার কারণে যে বারাকাত হাসিল হয় তাহা হইতেছে, খাইবার পরে সৎ কাজে শৈথিল্য ও উদাসীনতা না আসা, শরীর ক্লান্ত না হওয়া ইত্যাদি।

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْهُ

[অষ্টবিংশ অধ্যায়]

খাদ্য গ্রহণের পূর্বে এবং খাদ্য গ্রহণ শেষ করিবার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তি সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

(১৮৯—১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

(১৮৯—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান (আবদুল্লাহ) ইব্নু লাহী'আহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন য়াযীদ ইব্নু আবূ হাবীব (সুওাইদ)

www.ahlehadeethbd.org

حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن اوس عن ابي ايوب

الانصاري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب اليه

طعام فلم ار طعاما كان اعظم بركة منه اول ما اكلنا ولا اقل بركة في اخره ‐

قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال انا ذكرنا اسم الله حين اكلنا ثم قعد

من اكل ولم يسم الله تعالى فاكل معه الشيطان ٠

হইতে, তিনি রাশিদ ইব্‌নু জান্‌দাল আল্‌য়াফি'ঈ (আল্‌মিস্‌রী) হইতে, তিনি হাবীব ইব্‌নু আওস হইতে, তিনি আবু আইয়ুব আল্‌ অন্‌সারী হইতে, তিনি বলেন আমরা এক দিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে ছিলাম এমন সময় তাঁহার নিকট খাদ্য আনা হইল। অনন্তর আমাদের ঐ খাদ্য গ্রহণের প্রথম দিকে উহা যদ্রূপ বেশী বারাকাতযুক্ত ছিল তাহার চেয়ে অধিক বারাকাতযুক্ত কোন খাদ্য এবং ঐ খাদ্য গ্রহণের শেষের দিকে উহা যেরূপ কম বারাকাতযুক্ত হইয়াছিল তাহার চেয়ে কম বারাকাতযুক্ত কোন খাদ্য আমি দেখি নাই। আমরা বলিলাম, "আল্লাহের রসূল, কী ভাবে এইরূপ ঘটিল?" তিনি বলিলেন, "আমরা যখন খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন আমরা আল্লাহের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলাম। (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলিয়াছিলাম।) তারপর এমন এক জন খাইতে বসিল যে জন আল্লাহ তা'আলার নাম লইল না। ফলে তাহার সহিত শায়তান খাইতে লাগিল।"

(১৮৯—১) ابن لهيعة—ইব্‌নু লাহী'আহ তাঁহার নাম হইতেছে আব্‌দুল্লাহ।

ابو حبيب—আবূ হাবীব এর নাম সুওআইদ (سويد)।

এই হাদীসটি 'শার্‌হুস্‌ সুন্নাহ' হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।—মিশ্‌কাত (করাচী): ৩৬৫ পৃষ্ঠা।

ইমাম শাফি'ঈ বলেন যে একাধিক লোক এক সঙ্গে খাইতে বসিলে তাহাদের মধ্যে কোন এক জন বিসমিল্লাহ বলিলে উহা তাহাদের সকলের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এই হাদীসটির পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম শাফি'ঈর উক্তিটির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয়। তাহাতে ইমাম শাফি'ঈর উক্তির কোন কোন সমর্থক বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীগণ আহার সমাপ্ত করার পরে ঐ ব্যক্তিটি খাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু এই জওয়াব কষ্টকল্পিত। তাহা ছাড়া 'সুম্মা কা'আদা' হইতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাওয়া ছাড়িয়া উঠিবার পূর্বে ঐ লোকটি তাঁহাদের সহিত খাইতে বসিয়াছিল। কাজেই ইমাম শাফি'ঈ এর উক্তিটির তাৎপর্য যদি এই ধরা হয় যে, 'যাহারা এক সঙ্গে একত্রে এক বাসন হইতে আহার গ্রহণ আরম্ভ করে তাহাদের এক জন বিস্‌মিল্লাহ বলিলে উহা তাহাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে, তাহা হইলে হাদীসটির সহিত ইমাম শাফি'ঈ এর উক্তিটির কোন বিরোধ হয় না। অর্থাৎ কয়েক জনের একত্র খাদ্য গ্রহণ আরম্ভ করিবার সময় তাহাদের এক জন বিস্‌মিল্লাহ বলিলে চলিবে। পরে কেহ আসিয়া ঐ খাদ্যে যোগদান করিলে তাহাকে অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(١٩٠—٢) حدثنا يحيى بن موسى ثنا ابوداود ثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فنسى ان يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله اوله واخره ٠

(১৯০—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াহ্‌য়া ইব্‌নু মূসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূদাউদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হিশাম (আবূবাকর ইব্‌নু আবূ আবদুল্লাহ সাম্‌বার) আদ্‌দাস্‌তাওা'ঈ (দাস্‌তাওা' নামক জনপদের অধিবাসী—পরে বাস্‌রাহ শহরের নাগরিক), তিনি রিওায়াত করেন বুদাইল আল্‌ 'উকাইলী ('উকাইল বংশীয়) হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উবাইদ ইব্‌নু 'উমাইর হইতে, তিনি উম্মুকুলসুম হইতে, তিনি 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যদি খাইতে আরম্ভ করিবার সময় আল্লাহ তা'আলার নাম লইতে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে [তাহার ঐ ভুল যখন স্মরণ হয় তখন] সে যেন বলে, 'বিস্‌মিল্লাহি আওওালাহু ওা আাখিরাহু, : খাইবার প্রথমে ও শেষে আল্লাহের নামে।'

এই হাদীস হইতে প্রমাণ হয় যে, আহার শুরু করিবার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা সুন্নাহ। শুধু 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিলেই ঐ সুন্নাহ্‌ পালন করা হইবে। তবে ইমাম গাযালী, ইমাম নাওাওী প্রমুখ কোন কোন ইমাম বলেন যে পূরা 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলা আক্‌মাল বা পূর্ণতর বলিয়া বিবেচিত হইবে। খাওয়া শুরু করার সময় এই সুন্নাহ্‌ পালন করার নীয়াতে জুনুব (নাপাক), ঋতুবতী ও সদ্য সন্তান প্রসব কারিনীও ইহা বলিবে। আদতে যে কাজ হারাম তাহা আরম্ভ করিবার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা হারা

বিস্‌মিল্লাহ্‌ না বলিয়া আহার বা পান আরম্ভ করিলে শায়তান তাহার সহিত পানাহার করিতে থাকে। পূর্বেকার এবং পরের অধিকাংশ ইমাম ও আলিম ইহাকে বাস্তব সত্য ও যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে ইহা রূপক নহে। কাজেই ইহার কোন পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা যাইবে না। সুনান আবূ দাউদঃ ২।১৭৩ পৃষ্ঠায় উমাইয়াহ ইব্‌নু মাখ্‌শীই বর্ণিত হাদীস হইতে জানা যায় যে, যদি কেহ বিস্‌মিল্লাহ্‌ না বলিয়া আহার আরম্ভ করিবার পরে যখন নিজের বিস্মৃতির কথা স্মরণ করিয়া বলে, 'বিসমিল্লাহি আওওালাহু ওা আখিরাহু' তখন শায়তান ইতিমধ্যে যাহা আহার করিয়া থাকে তাহা উদগীরণ করিয়া দেয়। এই হাদীসটি শায়তানের বাস্তব ভক্ষণে অংশ গ্রহণ করা প্রমাণ করে।

(১৯০-২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩।১০১—১০২) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবূ দাউদ : ২।১৭৩ ও ইব্‌নু মাজাহ : ২৪২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

বিস্‌মিল্লাহি আওওালাহু ওা আাখিরাহু—আল্লাহের নামের সহিত আহারের প্রথমে ও আহারের শেষে। প্রশ্ন উঠে, ইহাতে যে আহারের মধ্য ভাগ বাদ পড়িল, তাহার সমাধান কি? জওাব দুই ভাবে দেওয়া হয়। (এক)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(١٩١-٣) حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري ثنا عبد الاعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك مما يليك ٠

(১৯১—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইবনুস্ সব্বাহ আল্ হাশিমী আল্-বাসরী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল আ'লা, তিনি রিওয়ায়ত করেন মা'মার হইতে, তিনি হিশাম ইব্‌নু উর্‌ওয়াহ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি 'উমার ইব্‌নু আবূসালামাহ হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নিশ্চয় এই 'উমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লামের নিকট খাদ্য থাকা অবস্থায় তাঁহার নিকট যান। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে বলেন, "বৎস নিকটে এস, অনন্তর আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ কর এবং তোমার নিকটের দিক হইতে তোমার ডান হাত দিয়া খাও।"

প্রথম ও শেষ উল্লেখ করিয়া সম্পূর্ণ আহার বুঝানো হইয়াছে; আর ইহার ব্যবহার বেশ প্রচলিত আছে। যথা, জান্নাতের খাদ্য সর্বসময় পাওয়া যাইবে। বলা হইয়াছে উকুলুহা দায়িমুন অর্থাৎ উহার খাদ্য সর্বসময়ব্যাপী (১৩ : ৩৫)। অথচ অন্যত্র বলা হইয়াছে, 'আর জান্নাতীদের জন্য তাহাদের খাদ্য রহিয়াছে সকালে ও সন্ধ্যায় (বুক্‌রাতাঁও ওা 'আশীয়া)। এখানেও সেইরূপ 'প্রথম' ও 'শেষ' বলিয়া সম্পূর্ণ বুঝানো হইয়াছে। (দুই) আওওাল বলিয়া প্রথম অর্ধেক এবং আখির বলিয়া শেষ অর্ধেক বুঝানো হইয়াছে।

(১৯১—৩) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ ৩।১০০) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সহীহ বুখারী : ৮০৯ ৮১০, সহীহ মুসলিম : ২।১৭২ ও সুনান আবূ দাউদ : ২।১৭৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

এই হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবী 'উমার হইতেছেন উম্মুল্ মুমিনীন উম্মু-সালামার গর্ভে তাহার পূর্ব স্বামী আবূ সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হুর পুত্র। আবূ সালামাহ এর নাম ছিল আবদুল্লাহ ও তাঁহার পিতার নাম ছিল আবদুল আসাদ। এই আবূ সালামাহ ছিলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুধ ভাই। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উম্মু সালামাহ উভয়েই মাক্কায় অবস্থানকালে ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উভয়েই আবিসিনীয়ায় হিজরাত করেন। সেখানে অবস্থানকালেই তাঁহার এই পুত্র 'উমার জন্মগ্রহণ করেন। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাদীনা হিজ্‌রাতের খবর পাইয়া আবূ সালামাহ স্ত্রী পুত্রসহ মাদীনাহ আগমন করেন এবং বাদ্‌র যুদ্ধে যোগদান করেন। উহুদ যুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবে আবূ সালামাহ ইন্তিকাল করেন। ইদ্দাত কাল পার হইলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উম্মু সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হাকে বিবাহ করেন। তখন হইতে এই রাবী 'উমার মাতার সহিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবার ভুক্ত হন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাদীসটি সাহীহাইনে এই ভাবে বর্ণিত হয় 'উমার ইবনু আবু সালামাহ বলেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত আমি একদা একই বাসন হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকাকালে আমি থালার এই পাশ ঐ পাশ যেখান হইতে খুশী খাদ্য লইয়া খাইতেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে বলেন, বৎস, প্রথমে বিসমিল্লাহ বল, থালার যে অংশ তোমার দিকে থাকে সেই দিক হইতে খাদ্য গ্রহণ কর এবং ডান হাত দিয়া আহার কর।

এই হাদীসে যে তিনটি উপদেশ রহিয়াছে তাহার সমর্থন আরও বহু হাদীসে পাওয়া যায়। সেইগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে।

(ক) আহার আরম্ভ করার সময় বিস মিল্লাহ বলা।

হুযাইফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "আহার আরম্ভ করিবার সময় যদি বিসমিল্লাহ বলা না হয় তাহা হইলে শায়তান ঐ খাদ্য খাইতে থাকে।"—মুসলিম : ২ | ১৭২, আবু দাউদ: ২ | ১৭৩।

জাবির রাযিয়াল্লাহু বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনেন—"কেহ যখন নিজ বাড়ীতে ঢুকিবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া ঢুকে এবং আহারের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া আহার আরম্ভ করে তখন শায়তান নিজ সঙ্গী সহচরদিগকে বলে, "তোমরা বাসের যায়গাও পাইলে না আর খাবারও পাইলে না।" পক্ষান্তরে কেহ যদি নিজ বাড়ীতে ঢুকিবার সময় 'বিসমিল্লাহ' না বলে তখন শায়তান তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে বলে, তোমরা বাসের যায়গা তো পাইলে।" তারপর ঐ লোকটি যদি খাইবার সময় 'বিসমিল্লাহ' না বলে তখন শায়তান তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে বলে, "তোমরা বাসের যায়গা এবং খাদ্য উভয়ই পাইলে।"

'বিসমিল্লাহ' বলা সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ববর্তী হাদীস দুইটির টীকায় বর্ণিত হইয়াছে।

(খ) ডান হাত দিয়া খাওয়া

আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেহ যখন কিছু আহার করে তখন সে যেন তাহার ডান হাত দিয়া উহা খায় এবং যখন কোন কিছু পান করে তখন সে যেন ডান হাত দিয়া উহা পান করে। কেননা শায়তান তাহার বাম হাত দিয়া আহার করিয়া থাকে এবং বাম হাত দিয়াই পান করিয়া থাকে।"—মুসলিম : ২ | ১৭২ ; আবু দাউদ : ২ | ১৭৪।

তাঁহারই অপর একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেহই যেন কিছুতেই বাম হাত দিয়া আহার না করে, বাম হাত দিয়া যেন কিছুতেই পান না করে, বাম হাত দিয়া যেন অপরের নিকট হইতে কিছু না লয় এবং বাম হাত দিয়া যেন অপরকে কিছু না দেয়। কেননা শায়তান তাহার বাম হাত দিয়া খায়, বাম হাত দিয়া পান করে, বাম হাত দিয়া লয় এবং বাম হাত দিয়া অপরকে দেয়।"—মুসলিম : ২ | ১৭২।

আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তাহার ডান হাত দিয়া খায়, তাহার ডান হাত দিয়া পান করে, তাহার ডান হাত দিয়া গ্রহণ করে এবং ডান হাত দিয়া অপরকে দেয়। কেননা শায়তান তাহার বাম হাত দিয়া আহার করে, তাহার বাম হাত দিয়া পান করে, তাহার বাম হাত দিয়া অপরকে দেয় এবং তাহার বাম হাত দিয়া নিজে গ্রহণ করে।"—ইবনু মাজাহ : ২৪৩।

(গ) বাসনের নিজ দিক হইতে আহার গ্রহণ করা।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা যখন কোন বাসনে খাদ্য লইয়া (বিসমিল্লাহ বলিয়া) উহা খাইতে থাক তখন ঐ খাদ্যের মধ্যস্থলে বারাকাত নাযিল

www.ahlehadeethbd.org

(١٩٢—٤) حدثنا محمد بن غيلان ثنا ابو احمد الزبيرى ثنا سفين
الثورى عن ابى هاشم عن اسمعيل بن رياح عن رياح بن عبيدة عن ابى

(১৯২—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নু গাইলান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবু আহ্‌মাদ আয্‌যুবাইরী (মুহাম্মদ ইব্‌নু আবদুল্লাহ ইব্‌নুয্‌ যুবাইর), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্‌য়ান অস্‌সাওরী. তিনি রিওয়ায়াত করেন আবু হাশিম হইতে, তিনি ইস্‌মাঈল

হইতে থাকে। কাজেই তোমরা খাদ্যের কিনারা হইতে খাইও; উহার মধ্যভাগ হইতে খাইও না।”—তিরমিযী (তুহফাহ: ৩।৮২); আবু দাউদ: ২।১৭৩; ইবনু মাজাহ: ২৪৩।

আবদুল্লাহ ইবনু বুসর্‌ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, একদা এক প্রহর বেলা হইলে সারীদ (বা রুটির বিরয়ানী) পূর্ণ একটি পাত্র রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সম্মুখে রাখা হয়। তারপর বহু লোক উহার চারি পার্শ্ব ঘিরিয়া বসিলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উহার পাশে পদতলের উপর ভর দিয়া উবু হইয়া বসেন। ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমরা পাত্রের মধ্যস্থল ছাড়িয়া উহার কিনারা সমূহ হইতে খাইতে থাক এবং মধ্যস্থলে বারাকাত নাযিল হইতে দাও।” আবু দাউদ: ২।১৭৩—১৭৪; ইবনু মাজাহ: ২৪৩।

ওয়াসিলাহ ইবনু আসকা' বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একদা সারীদ খাদ্যের মধ্যস্থলের উপর হাত রাখিয়া বলেন, “তোমরা বিসমিল্লাহ বলিয়া উহার চারি পাশ হইতে খাইতে থাক এবং উহার মধ্যবর্তী সর্বোচ্চ অংশটিকে বাড়িতে দাও; কেননা বারাকাত উপর হইতে ঐ অংশে আসিতে থাকে।” ইবনু মাজাহ: ২৪৩।

বাসনের সর্বত্র যদি একই প্রকার খাদ্য থাকে তাহা হইলে এই হাদীসের নির্দেশ তাহার প্রতি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু বাসনে রবিভিন্ন পাশে যদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থাকে তাহা হইলে বাসনের অপর দিক হইতে খাদ্য গ্রহণে কোন দোষ নাই।

এই প্রসংগে আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বর্ণিত একটি হাদীস প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে। হাদীসটি এই,

আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, একদা এক জন দর্জি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যিয়াফাত করিলে আমিও তাঁহার সহিত ঐ যিয়াফাতে যাই। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সম্মুখে লাউ এর টুকরা সহ গোশ্‌তের লোনা শুটকির ঝোল পাক করা সালন পেশ করা হয়। তখন আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ সালনের বাসনের চারি পাশ হইতে লাউয়ের টুকরা খুঁজিয়া লইয়া খাইতে থকেন।—বুখারী ২৮১, ৮১০, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৮ পৃষ্ঠাসমূহ।

(১৯২—৪) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ: ৩।২৪৭) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা আবু দাউদ: ২।১৮২ এবং ইবনু মাজাহ: ২৪৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

খাদ্য হইতেছে আল্লাহ তা'আলার একটি নি'মাত। কাজেই ঐ নি'মাতের জন্য শুকরীয়াহ আদায় করা কর্তব্য এবং সেই শুকরীয়াহ 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বাক্যযোগে প্রকাশ করা হয়।

খাদ্য গ্রহণের সংগে সংগে সচরাচর পানীয়ও গ্রহণ করা হয়। সেই জন্য 'আত্‌'আমানা' (আমাদিগকে খাওয়াইলেন) বলার পরে 'সাকানা' (আমাদিগকে পান করাইলেন) যোগ করা হইয়াছে। তারপর এই শরীরী ও জড় নি'মাতের

www.ahlehadeethbd.org

سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه

قال: الحمد لله الذى اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ۔

(١٩٣—٥) حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور بن يزيد ثنا

خالد بن معدان عن ابى امامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ইব্নু রিয়াহ হইতে, তিনি রিয়াহ ইব্নু আবীদাহ হইতে, তিনি আবূ সা'ঈদ আল্ খুদ্রী হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন আহার গ্রহণ শেষ করিতেন তখন বলিতেন, "আল্ হাম্দু লিল্লাহিল্ লাযী আত্'আমানা ওা সাকানা ওা জা'আলানা মুস্লিমীন্। "প্রশংসা আল্লাহের যিনি আমাদিগকে খাওয়াইলেন, পান করাইলেন এবং আমাদিগকে মুসলিম করিলেন।)"

১৯৩—৫ আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু বাশ্শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াহ্য়া ইব্নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সাওর ইব্নু য়াযীদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান খালিদ ইব্নু মি'দান, তিনি রিওায়াত করেন আবূ উমামাহ হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মুখ হইতে যখন খাদ্যের আধার উঠাইয়া

শুক্রীয়াহ আদায় প্রসংগে সর্বশ্রেষ্ঠ নি'মাত ইসলামের কথা মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। তাই 'জা'আলানা মুসলিমীন' (আমাদিগকে মুসলিম করিলেন) যোগ করা হইয়াছে।

(১৯৩—৫) এই হাদীসটি ইমাম তির্মিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৪।২৪৭) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ আল্বুখারী : ৮২০ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত রহিয়াছে।

غير مودع —দ্বিতীয় শব্দটি দুই ভাবে পাঠ করা হয়। (এক) "মুওাদ্দা'ইন" ইসম্ মাফ্'উল রূপে এবং 'হাম্দ' এর 'হাল' বা অবস্থা হিসাবে। ঐ পাঠ অনুযায়ী মূল তার্জামাহ করা হইয়াছে। উহার তাৎপর্য এই যে, ঐ হাম্দ কখনই পরিত্যক্ত নহে, বরং উহা বারংবার প্রকাশ করা হয়। (দুই) "মুওাদ্দি'ইন" ইস্ম ফা'ইল রূপে এবং হাম্দ্কারীর 'হাল' বা অবস্থা হিসাবে। তখন অর্থ হইবে, 'পরিত্যাগকারী না হইয়া'। তখন তাৎপর্য এই হইবে যে, আমরা উক্ত প্রশংসা পরিত্যাগকারী হইতে পারি না; বরং বারংবার ঐ হাম্দ্ করিতে বাধ্য।

ربنا —এই শব্দটি এখানে তিন ভাবে পাঠ করা হয়। (এক) 'রাব্বুনা'—'বা' অক্ষরে পেশযোগে। তখন ইহা উহ্য উদ্দেশ্য পদ 'আন্তা' এর বিধেয় হিসাবে মার্ফু' হইবে। (দুই) 'রাব্বিনা'—'বা' অক্ষরে যেরযোগে। তখন উহাকে 'লিল্লাহি' এর 'বাদল্' ধরিতে হইবে। কিন্তু তখন উহা 'আন্হু' এর 'হু' সর্বনামের বাদল্ ধরা চলিবে না;

(৩৯৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

Mohammed Amjad Hossain Panka. P.O. Panchagarh ... Dist. Dinajpur

আসন্ন নির্বাচনে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস

গত ৩১শে অক্টোবর–ঢাকায় পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যকরী কমিটীর সভায় আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া ইসলামপন্থী দলগুলির মধ্যে একান্ত বাঞ্ছিত ঐক্য ও সমঝোতা পুরাপুরি কার্যকরী না হওয়ায় এবং বিভিন্ন স্থানে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় গৃহীত প্রধান প্রস্তাবে ইসলাম ও পাকিস্তানের ভবিষ্যতের উপর এই অনৈক্য ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়া সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয় পর্যায়ে পুনঃ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান হয়। প্রস্তাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে জমঈয়ত কর্মী ও জামাতে আহলে হাদীসের প্রতি একটি দিক নির্দেশও প্রদান করা হয়।

সভায় জমঈয়তের কার্যকরী কমিটীর নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন:

১। ডক্টর মওলানা আবদুল বারী, ২। মওলানা শাইখ আবদুর রহীম, ৩। মওলানা শামসুল হক সলফী, ৪। মওলানা মুন্তাছির আহমদ রহমানী, ৫। মৌলবী আবদুল আলী, ৬। মওলানা আবুল কাসেম রহমানী, ৭। মওলানা আবদুল হক হক্কানী, ৮। অধ্যাপক আবদুল গণী, ৯। মৌলবী রইছুদ্দীন আহমদ, ১০। মৌলবী ইব্রাহীম হুসেন, ১১। মৌলবী মুহাঃ আবদুর রহমান।

বিশেষ আমন্ত্রণে যোগদান করেন:

১। আলহাজ মৌঃ সুলায়মান ২। মওঃ রমজান আলী, ৩। ডঃ আবদুর রহমান, ৪। মওলানা আলীমুদ্দীন, ৫। মৌঃ শেখ মযকুর মিঞা, ৬। কারী আবদুল আযীয প্রভৃতি। প্রস্তাবের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বিগত ৩১শে অক্টোবর ঢাকাস্থ জমঈতের সদর দফতরে মওঃ শামসুল হক সলফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস ওয়ার্কিং কমিটি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের জন্য আসন্ন সাধারণ নির্বাচন, দেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সর্ব সম্মত নিম্নতম কর্মসূচী গ্রহণের ভিত্তিতে ঐক্য মত স্থাপনে জমঈয়তের নিরলস প্রচেষ্টা, ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক বিগত জুলাই মাসে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত সাব কমিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাতকার ও আলাপ-আলোচনা ঐক্য জোট স্থাপনে জমঈয়ত কর্মীবৃন্দের একক ও মিলিত ঐকান্তিক উদ্যম এবং প্রস্তাবিত ঐক্যজোটের স্বপক্ষে জনমত গঠনে জমঈয়তের মুখপত্র আরাফাত ও তর্জুমানের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইসলাম-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পন্থী দলগুলির একটি ঐক্যমত এমন কি পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী সমঝোতা স্থাপনে দুঃখ জনক ব্যর্থতা পর্যালোচনা পূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে এই দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে,

চারিটি ইসলামপন্থী দলের মধ্যে একটা নির্বাচনী সমঝোতা এবং জাতীয় পরিষদের কমবেশী অর্ধেক সংখ্যক আসনে মনোনয়নদানে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে দলগুলির পক্ষে উক্ত সব আসনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সকল আসনে ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শ কার্যকরী করণের দাবীদার পার্টিগুলি পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ায় ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শ পরিপন্থী দলগুলির মনোনীত প্রার্থীদের বিজয়ের পথই সুগম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শ বজায় রাখার নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ইসলামপন্থী দল সমূহের পার্টি স্বার্থের যুপকাষ্ঠে ইসলাম ও পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থ বলীদানের এই মনোভাব ও কার্যক্রম দর্শনে এই সভা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস মনে করে যে, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও এখনও সংশোধনের সময় ও সুযোগ শেষ হইয়া যায় নাই। তাই জমঈয়ত সংশ্লিষ্ট দলের নেতৃবৃন্দ, দলীয় মনোনয়নে অথবা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন প্রার্থীগণ এবং তাঁহাদের সমর্থক কর্মীদলের নিকট এই আহ্বান জানাইতেছে যে, বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব, দেশের ভাবী শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর উপর উহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠিয়া এখনও কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয় পর্যায়ে পার্টি ও দল নির্বিশেষে ও পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ব্যক্তিগত চরিত্র, সামাজিক খেদমত, পার্লামেন্টারী যোগ্যতা প্রভৃতি দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যিনি যে নির্বাচনী এলাকায় সর্বোত্তম প্রার্থী তাঁহারই অনুকূলে অন্যেরা যাহাতে নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে আগাইয়া আসিবেন। এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে একান্ত বাঞ্ছিত এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে না পারিলে ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের প্রতি বিভিন্ন ইসলাম পসন্দ দল ও ব্যক্তির বিশ্লেষিত নিষ্ঠা একটা শূন্যগর্ভ আস্ফালনেই পর্যবসিত হইবে এবং ইহার ফল দেশ ও জাতির জন্য এক সুদূর প্রসারী অকল্যাণ বহন করিয়া আনিবে বলিয়া জমঈয়ত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি হুশিয়ারবাণী উচ্চারণ করার প্রয়োজনবোধ করিতেছে।

পূর্বপাক জমঈয়ত আহলে হাদীসের ওয়ার্কিং কমিটির এই সভা জমঈয়তের সদস্যবৃন্দ, কর্মীদল এবং আহলে হাদীস জামাতের প্রতি নিম্নলিখিত আবেদন জানাইতেছে—

যেখানে ইসলাম-পসন্দ দলগুলির পক্ষে মিলিত ভাবে একজন প্রতিনিধিকে মনোনয়ন দান করা হইয়াছে সেখানে সেই মনোনীত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রার্থীকেই ভোট দিতে হইবে এবং তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সকলকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

যেখানে ইসলামপন্থী একাধিক প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন সেখানে তাঁহাদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের চেষ্টা অব্যহত রাখিয়া যোগ্যতম প্রার্থীর পক্ষে অপরাপর প্রার্থীর নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ানোর জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। উক্ত প্রচেষ্টা সফল না হইলে উপরোল্লিখিত যোগ্যতা ও খেদমতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আহলে হাদীস জামাত ও জমঈয়তে আহলে হাদীসের আদর্শ ও কর্মপন্থার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান এবং জমঈয়তের কর্মসূচী বাস্তবায়নে অধিক নিষ্ঠাবান যোগ্যতম ও বিস্তশ্বতম প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে।

শোক প্রস্তাব

২। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের ওয়ার্কিং কমিটির এই সভা পাক ভারতের বিশিষ্ট মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, মুদাররিস ও মুনাযেরে ইসলাম শাইখুল হাদীস আল্লামা ইউসুফ কলকাত্তাবীর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটির মতে তাঁহার ন্যায় একজন মহাপ্রাণ ও সু-অভিজ্ঞ আলিম-বা-আমলের ইন্তেকালে পাক ভারতের আলিম সমাজে সাধারণ ভাবে এবং জামাতে আহলে হাদীসের নেতৃত্বে বিশেষভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল অদূর ভবিষ্যতে উহা পূরণ হইবার কোনই আশা নাই। ওয়ার্কিং কমিটি মরহূমের বিয়োগ-বিধুর আপন জন, আত্মীয়স্বজন ও গুণমুগ্ধ ভক্ত অনুরক্তদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার মাগফিরাতের কামনা করিতেছে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁহার জন্য জান্নাতুল ফিরদৌসে সমুন্নত আসন লাভের উদ্দেশ্যে দোয়া করিতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ এ, কে, ব্রোহী ॥

কেন আমি মার্ক্সবাদী নই

একবার এক রসিক ফরাসী ভদ্রলোক বলেছিলেন, খৃষ্টান ধর্মের মতো মার্ক্সবাদেরও নিজস্ব ধর্মপুস্তক, কাউন্সিল, ফেরকা, গোঁড়ামি ও প্রচলিত মতবিরোধিতা (heresies) রয়েছে। খৃষ্টান ধর্মের মতো এর তফসিরও পবিত্র। খৃষ্টান ধর্মের মিষ্টিসিজম বা মারেফাতের মতো মার্ক্সবাদের রয়েছে 'ডায়ালেকটিক্স' অর্থাৎ দ্বন্দ্ববাদ। এই দিক থেকে বিবেচনা করা হলে দেখা যায়, মার্ক্সবাদ দ্রুত বিংশ শতাব্দীর ধর্মে পরিণত হচ্ছে। আলামত যা দেখা যাচ্ছে, তাতে পাকিস্তানের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই মতবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করছে। আমরা এখানে মার্ক্সবাদের লক্ষ্য, বিধান ও তার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করার আশা রাখি। যতদূর সম্ভব, নিছক দার্শনিক দৃষ্টিতেই আমরা এই প্রশ্ন আলোচনা করব। মার্ক্সবাদের কৌশলগত নীতি বোঝার জন্য ঘটনাক্রমে যেসব প্রশ্ন তোলা হয়, সেই সব প্রশ্নে ইসলামী অভিমতও তুলে ধরা হবে। মোদ্দা কথা, আমাদের এই আলোচনা হবে দর্শনভিত্তিক ধর্মীয় গোঁড়ামি পূর্ণ নয়। অবশ্য আমরা বিশ্ব সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদেই বিশ্বাসী।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলনীতি কি? মূলতঃ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এমন এক দর্শন, যাতে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এখন 'ইতিহাসের ব্যাখ্যা বলতে কি বুঝায়" আলোচনা করার আগে যাকে আমরা মার্ক্সবাদীর সত্যিকার মাপকাঠি বলে মনে করি, সেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। গোঁড়া মার্ক্সবাদী এই মতবাদে বিশ্বাস করেন যে, সকল সামাজিক ব্যাপারের মূল কারণ ইতিহাসের কোন বিশেষ সময়ের উৎপাদন ও বিনিময়ের মধ্যে নিহিত। তার কাছে অর্থনৈতিক শ্রেণীই প্রধান ও মৌল ব্যাপার। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যেটা তার কাছে মূল্যবান, সেটা হচ্ছেঃ বস্তু ও গতি (Matter and motion)। অন্য সব কিছুই (মানবিক চেতনা, অহং বা নিজ অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য) তার কাছে গৌণ ব্যাপার। এঙ্গেলসের 'এ্যান্টি-ডরিং' (ইংরেজী সংস্করণ "সোশ্যালিজম ইউটোপিয়ান এ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক") গ্রন্থে মার্ক্সবাদীর এই অখণ্ডণীয় দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছেঃ 'দেখা গেছে, আদিম যুগ ছাড়া সকল অতীত ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস; সমাজের এইসব যুধ্যমান শ্রেণী চিরকাল উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা—এক কথায় সেই সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার ফলশ্রুতি। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে আমরা সব সময় ইতিহাসের কোনো বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক বিচার ব্যবস্থা এবং সেই সাথে ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যান্য ধ্যান-ধারণার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিতে পারব।"

"ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা" বলতে মার্ক্সবাদী কি বোঝাতে চান, এঙ্গেলসের এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কথা কয়টিতে তার সেরা পরিচয় রয়েছেঃ "মানুষের জীবনধারণের পন্থা উৎপাদন এবং উৎপাদনের পর জিনিসপত্র বিনিময় সকল সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি-এই ধারণা থেকেই ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা শুরু। ইতিহাসের সকল সমাজেই কোন্ জিনিসটি উৎপাদিত হয়েছে, কিভাবে তা উৎপাদিত হয়েছে এবং কিভাবে উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় করা হয়েছে, তার উপর সম্পদের বিতরণ ও সমাজের শ্রেণী-বিভাগ নির্ভর করে এসেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়াতে গেলে সত্য ও ন্যায় বিচার মানুষের মস্তিষ্ক বা অন্তঃ দৃষ্টির মধ্যে নয়, বরং উৎপাদন ও বিনিময় প্রথার মধ্যেই সকল সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। দর্শন নয়, বরং কোনো বিশেষ সময়ের অর্থনীতির মধ্যেই তা খুঁজতে হবে। বর্তমান সমাজব্যবস্থা যে অযৌক্তিক ও অন্যায়, যুক্তি এখন যে অযুক্তি ও ন্যায় এখন যে অন্যায়ে পরিণত, বর্ত্তমানে ক্রমবর্ধমান ভাবে এই উপলব্ধি গড়ে উঠছে। এটা উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে নীরব পরিবর্তনেরই প্রমাণ। আগেকার অর্থনৈতিক অবস্থার সংগে খাপ খাইয়ে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, এখন তা আর সময়োপযোগী নয়। এ থেকে বোঝা যায়, অসামঞ্জস্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ উৎপাদনের পরিবর্তিত ব্যবস্থার মধ্যেই পাওয়া যাবে। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার রূঢ় সত্যের মধ্যে এই পথ আবিষ্কার করতে হবে।··· উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদন প্রথার এই সংঘাত ঐশ্বরিক ন্যায়-বিচারের সংগে প্রথম পাপের সংঘাতের মতো মানুষের মস্তিষ্কজাত কোনো বিরোধ নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, এমন কি যারা এই সংঘাত সৃষ্টি করেন, এখন তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করেও এই সংঘাত স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান। আধুনিক সমাজতন্ত্র মানুষের চিন্তাধারার এই বাস্তব বিরোধেরই অভিব্যক্তি। যে শ্রেণী এই সমাজ ব্যবস্থায় সবচাইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্যাতিত, সেই শ্রমিক শ্রেণীর মন-মানসে এটা সব চাইতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী, তিনি কার্যতঃ এক নয়া ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করছেন। তাঁর কাছে চিরঞ্জীব দর্শনের শিক্ষা, এমনকি মানবজাতির সার্বজনীন ধর্ম অর্থাৎ স্থানকালের উর্ধ্বেও যে একটি পারলৌকিক জগৎ আছে, সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। আধ্যাত্মিক শক্তির সূত্র ধরেও যে ইতিহাসের গতিধারা ব্যাখ্যা করা যায় মার্ক্সবাদী তা স্বীকার করেন না। তাঁর কাছে সমাজে উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও সম্পদ ভাগ-বাঁটোয়ারাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী এই দুটির উপরই মানুষের নীতি ও দর্শন ব্যবস্থার বিকাশ নির্ভরশীল। তাঁর কাছে ধ্যান-ধারণা বা চিন্তাধারা নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাতই নৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আত্ম-প্রকাশের সূত্র সরবরাহ করে। এই জন্যই বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেনঃ 'মার্ক্সবাদ শুধু একটি অর্থনৈতিক থিওরী নয়; মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রে এটি একটি পরিপূর্ণ স্বয়ং-সম্পূর্ণ দর্শনও। এক কথায় এটি একটি ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র।"

ধর্ম বলতে প্রধানতঃ (ক) মহাবিশ্বের প্রকৃতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্পর্কে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা, (খ) মানুষের ভূমিকা এবং (গ) বিশিষ্ট মূল্যবোধের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো হইলেও ধর্ম কেবলমাত্র এই তিনটিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সেই সাথে এই মূল্যবোধ কিভাবে রক্ষা পাবে ও তা কি ভাবে বাস্তবায়িত হবে এই আশ্বাসও বুঝায়। মার্ক্স-বাদেও এর সব কিছু আছে। মার্ক্সবাদ শুধু প্রকৃতি ও সমাজের প্রক্রিয়া এবং কিভাবে 'নির্বাণ' অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে তাই ব্যাখ্যা করে না, সেই সাথে এই অ শ্বাসও দেয় যে, ইতিহাসের গতিধারা-অনুযায়ী সমাজ এমন এক অবস্থায় উপনীত হবে, যখন প্রথমে সর্বহারার একনায়কত্ব এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের যুদ্ধমান শ্রেণীসমূহ বিলুপ্ত হবে। অবশেষে খোদ রাষ্ট্রই মুছে যাবে।

এই সব কারণেই আধুনিক চিন্তাধারার বহু ছাত্র মার্ক্সবাদকে এক ধরনের ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। মোটামুটিভাবে এটা ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও নাস্তিকতার মতবাদ।

একবার যদি আমরা এই বিশ্বাস করি যে, বস্তুতান্ত্রিক জীবনের উৎপাদন প্রথা জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য স্থির করে, তাহলে গোটা ধর্মব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাবে।

মার্ক্সীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী বস্তু ও গতি ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করে বলে এর গতিধারা সম্পূর্ণ পূর্ব-নির্ধারিত। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের অনিবার্যতার মতবাদ। এই মতবাদ সর্বহারার অবধারিত বিজয় এবং বর্তমান শ্রেণী-বিক্ষুব্ধ সমাজের শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণ সম্পর্কে মার্ক্সীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে মার্কাসপন্থীদিগকে সাহায্য করে থাকে।

মার্ক্সের কথা অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বুর্জোয়া সমাজকে কলুষিত করছে। মূলতঃ এর উপর ভিত্তি করেই তিনি সর্বহারার অনিবার্য বিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলেন "বর্তমান উৎপাদন, বিনিময় এবং ধন-সম্পত্তি-ভিত্তিক আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ এমন এক বিরাট উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা করায়ত্ত করেছে যে, এর সঙ্গে যাদুকরের তুলনা চলে। মন্ত্র পড়ে তিনি যে দৈত্যকে আবাহন করেন, এখন তাকে তিনি আর বশে রাখতে পারছেন না!" মার্ক্স আরও বলেন, এ ধরণের সমাজজীবনে এমন একদিন আসবে "যেদিন সমাজের হাতে ন্যস্ত উৎপাদনশক্তি বুর্জোয়া সম্পত্তির অবস্থার সহায়ক হবে না; পক্ষান্তরে এই শক্তি অবস্থার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলবার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং যখনই এই বাঁধন আলগা করবে, তখনই গোটা বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থায় বিশৃংখলা দেখা দিবে এবং বুর্জোয়া সম্পত্তির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবে।"

এই প্রসঙ্গে মার্ক্সের 'উদ্বৃত্ত মূল্য' মতবাদের (Theory of Surplus Value) কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মার্ক্স অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় যে অবদান রেখে গেছেন, 'উদ্বৃত্ত মূল্য' মতবাদ তার মধ্যে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। মূল্য সম্পর্কে রিকার্ডোর পুরোনো মতবাদ অনুযায়ী একটি পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে যতজন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তার ভিত্তিতেই পণ্যদ্রব্যটির দাম স্থির করা হয়। মার্ক্স এই মতবাদ থেকে সরে গিয়ে বলেন, "একটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিনিসের মধ্যে যে সব গুণ রয়েছে, তার ভিত্তিতে জিনিসটার বিনিময় মূল্য স্থির করা যায় না। বরং অন্য যে জিনিসটির জন্য এটা বিনিময় করা হয়, সেটার মধ্যেও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষের শ্রমের মাধ্যমে সকল পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন।" বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায় "শ্রমিকের পরিমাণ অর্থাৎ শ্রম সময়ের মাপকাঠিতেই মূল্যের পরিমাণ স্থির করতে হবে।" মার্ক্স এমন কি শ্রমিককেও পণ্যদ্রব্য মনে করেন। তিনি বলেন, শ্রম-শক্তি উৎপাদন অর্থাৎ শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মতো প্রয়োজন পূরণের জন্য যেটুকু দিতে হয়, সেটাই তার মজুরী। উৎপাদন কারখানার শ্রমিকদের কাজ করানোর জন্য উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক অর্থাৎ পুঁজিপতি এই টাকাটাই দিয়ে থাকেন। পুঁজিপতিরা যেটুকু দেন, তার চাইতে বেশী পান। দুটির পার্থক্যই শোষিত শ্রমিকের কাছ থেকে নেওয়া উদ্বৃত্ত মূল্য।

বুর্জোয়া সমাজব্যস্থার এই আভ্যন্তরীণ সংঘাতের জন্যই ধনিক শ্রেণী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হয়ে ওঠে। গোটা মার্ক্সীয় চিন্তাধারা অনুধাবনের জন্য এই 'উদ্বৃত্ত মূল্য' মতবাদ সঠিকভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন কাজেই উদ্বৃত্ত মূল্য মতবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বুঝানোর জন্য আমি খোদমার্ক্স থেকেই উধৃতি দিতে চাই: "মশিনপত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও শ্রম বিভাগের জন্য সর্বহারার কাজের সকল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়েছে। ফলে শ্রমিকের আগ্রহও চলে গেছে। শ্রমিক বর্তমানে মেশিনের লেজুড় ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন তার অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত একঘেয়ে এবং অতি সহজে অর্জনযোগ্য দক্ষতা থাকলেই চলে। ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ব্যয় বর্তমানে তার কোনো রকমে খেয়ে পরে বাঁচার পর্যায়ে সীমিত হয়ে পড়েছে। এদিকে পণ্যের দাম অর্থাৎ শ্রমিকের দাম উৎপাদন ব্যয়ের সমান। অতএব কাজের প্রতি আগ্রহ যতটা কমে যায়, মজুরীও সেই অনুপাতে বাড়ে। এছাড়া, মেশিনপত্রের ব্যবহার ও শ্রম বিভাগ যতখানি বৃদ্ধি পায়, পরিশ্রমের চাপও সেই অনুপাতে (কাজের সময় দীর্ঘতর হওয়া, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা মেশিনপত্রের গতি বৃদ্ধির মাধ্যমে) বৃদ্ধি পায়। আধুনিক শিল্প ব্যবস্থায় পিতৃসুলভ মালিকের ক্ষুদ্র কারখানা পুঁজিপতির বিরাট ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্যাক্টরীর শ্রমিক বাহিনী সৈনিকদের মতই সুগঠিত। শিল্পবাহিনীর সৈনিক হিসাবে তারা অফিসার ও সার্জেন্টদের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হয়। তারা শুধু বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গোলামই নয়, বরং প্রতিদিন ও প্রতি ঘণ্টা তারা মেশিন তদারককারী, সর্বোপরি বুর্জোয়া উৎপাদকের হাতে শৃংখলাবদ্ধ। উৎপাদকের হাতে শোষিত হওয়ার পর শ্রমিককে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য অঙ্গ বাড়ীওয়ালা, দোকানদার ও বন্ধকদারের হাতে পড়তে হয়।"

পুঁজি পুঞ্জীভূত হওয়ার এই 'লৌহসূত্র' হেতু শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য সর্বহারা শ্রেণী হিসাবে সংঘবদ্ধ হয়। 'কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো' গ্রন্থে মার্ক্স বলেন: "শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে আধুনিক শ্রমিক সমাজ উন্নতি করা দূরে থাক, বরং বেঁচে থাকার মতো অবস্থারও নীচে তলিয়ে যেতে থাকে। তারা হয়ে ওঠে দেউলিয়া। জনসংখ্যা ও সম্পদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বৃদ্ধির তুলনায় বরং এই দেউলিয়াত্ব দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়। মার্ক্সের অভিমত অনুযায়ী শ্রমিকের এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য হেতু বৈপ্লবিক পন্থায় অবধারিতভাবে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পতন ঘধানো হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই এই সর্বনাশেরবীজ লুক্কায়িত রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে উৎপাদন পন্থার কেন্দ্রীকরণ ও শ্রমিকের 'সমাজীকরণ' এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে যখন তা আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে না। ঠিক সেই মূহূর্তেই পুঁজিবাদী ব্যক্তিসম্পত্তির মৃত্যু ঘণ্টা বেজে ওঠবে।

মার্ক্সীয় চিন্তাধারার যেসব বৈশিষ্ট্য একে ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতির রূপ দিয়েছে, আমি এখন পর্যন্ত সেগুলোই আলোচনা করেছি। আধুনিক মানুষের কাছে এর আধ্যাত্মিক যৌক্তিকতা বা ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতার আবেদন আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে আমি মার্ক্সবাদের যে সব বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা করেছি, তাছাড়াও নিম্নোক্ত কারণে আমি একে ভুল দর্শন বলে মনে করি :—

(ক) **নিছক বস্তু বা গতির** বিচারে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। সামাজিক পরিবর্তন পুরোপুরিভাবে অর্থনৈতিক কারণের ফলশ্রুতি নয়। মানুষ নিছক তার পরিবেশের সন্তান নয় ; তাই যদি হত, তাহলে তার পক্ষে সামাজিক পরিবেশকে নিজের ধ্যান-ধারণামত গড়ে তোলা দূরে থাক, তাকে নিয়ন্ত্রণ করাই মুশকিল হয়ে উঠত।

সবরকম পরিবর্তন যদি যান্ত্রিকই হয়, তাহলে কোনো কিছু করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানানোর মানে হয় না। অথচ দেখা যায় যে, মুষ্টিমেয় বীরের (তাঁরা মার্ক্স বা লেনিন বা অন্য যে কেউই হন) সৃজনশীল কর্মে ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

চিন্তানায়ক হিসাবে বার্ট্রাণ্ড রাসেল জীবন সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের সঙ্গে একমত ছিলেন না। তিনি একজন অনমনীয় অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) ছিলেন। মানবিক অভিজ্ঞতার অতীত পরলোক সম্পর্কে 'অবিশ্বাসের' অধিকারের জন্য তিনি অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন। তাঁর পক্ষেও 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' মেনে নেওয়া কঠিন হয়েছে। তাঁর ভাষায় : "মার্ক্সের থিওরীর যে অংশটি সংশোধন করা সব চাইতে প্রয়োজনীয়, সেটা হল : উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের কারণ অবস্থিত। উৎপাদন পদ্ধতিই ছিল মার্ক্সের কাছে প্রধান কারণ। কিন্তু যুগে যুগে কেন সেটা পরিবর্তিত হয়েছে, তিনি তার কোন ব্যাখ্যাই দেন নি। প্রকৃতপক্ষে প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবজনিত বুদ্ধিগত কারণেই উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। মার্ক্স মনে করেন যে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দরুনই আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক অভিমত। আর্কিমিডিস থেকে শুরু করে লিওনার্দোর যুগ পর্যন্ত ধরতে গেলে কোন পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না কেন? অথচ আর্কিমিডিসের পরের ছয় শতাব্দীর অর্থনৈতিক অবস্থা বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সহায়ক ছিল। নবজাগৃতি অর্থাৎ রেনেসাঁর পর যে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়, তার ফলেই আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু মার্ক্স

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বুদ্ধিগত কারণ পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন নি।"

রাসেল আরও বলেন: "বিভিন্নভাবে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা যায় এবং বহু সাধারণ ফর্মূলাও বের করা যায়। বাস্তব সত্য যদি সতর্কভাবে বাছাই করা যায়, তাহলে কারণও পর্যাপ্ত হয়ে ওঠে। শিল্প বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে আমি অযথা কোন পবিত্রতা আরোপ না করে নিম্নোক্ত বিকল্প থিওরী পেশ করছি: শিল্পায়নের কারণ আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক বিজ্ঞানের কারণ গ্যালিলিও, গ্যালিলিওর কারণ কোপার্নিকাস, কোপার্নিকাসে কারণ রেনেসাঁ রেনেসাঁর কারণ কনষ্টান্টিনোপলের পতন, কনষ্টান্টিনোপলের পতনের কারণ তুর্কীদের বাস্তুত্যাগে, তুর্কীতের বাস্তুত্যাগের কারণ মধ্য-এশিয়ার তৃণভূমির বিলোপ। কাজেই, ঐতিহাসিক কারণ খুঁজে বের করার জন্য পানিতত্ত্ব (Hydrography) সম্পর্কে মৌল অধ্যয়ন প্রয়োজন।"

(খ) হেগেলের ভাববাদী অধ্যাত্মশাস্ত্রের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কিত বস্তুতান্ত্রিক অভিমতের বিয়োগান্ত মিলনের ফলেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের জন্ম হয়। হেগেলের কাছে দ্বান্দ্বিক বা 'ডায়ালেকটিক' এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা বাস্তবতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়। এই বাস্তবতারই পরম ভাব (Absolute Idea) অর্থাৎ সার্বজনীন বাস্তব। চিরাচরিত তর্কশাস্ত্রের কাঠামোর মধ্যে এই 'সার্বজনীন বাস্তব' একটি রহস্যজনক ধারণা। কারণ যেটা বাস্তব, সেটা সার্বজনীন হতে পারে না, এবং যেটা সার্বজনীন সেটা বাস্তব হতে পারে না। কিন্তু হেগেলীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র হেগেলীয় তর্কশাস্ত্রের মতোই। কারণ হেগেলের কাছে "যুক্তি হচ্ছে বাস্তব" এবং "বাস্তব হচ্ছে যৌক্তিক।" পরম ভাব শুধু বাস্তবতার অন্তর্নিহিত সূত্রই নয়, বরং নিজের মধ্যেই তার সব কিছু পরিচয় রয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই ডায়ালেকটিকের প্রয়োগ ঠিক নয়। কারণ পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের মূল ধারণাকেই বস্তুবাদ 'অবাস্তব' বলে ঘোষণা করে। বস্তুবাদ অনুযায়ী এটা উৎপাদন পদ্ধতিজনিত দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। হেগেল কখনও একথা বলতে দ্বিধা করেন নি যে, তাঁর তর্কশাস্ত্র বা লজিক খোদার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্ক্স হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের মরমী রূপ পরিত্যাগ করে এই প্রখ্যাত লজিককে 'সামাজিক পরিবর্তন' ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেন। এখন যে কেউ বুঝতে পারবেন, এতে গুরুতর পরস্পর বিরোধিতা সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মানুষের আত্মদান, তার শাহাদাত ব্যাখ্যা করে না—বরং তা করতে সক্ষমই নয়। আমার আত্মত্যাগের ফলে শত বর্ষ পরে মানব জাতি শ্রেণীহীন সমাজের স্বর্গে বিচরণ করবে—শুধু এ জন্য কেন আমার জীবনটি বিলিয়ে দেব? অবশ্য পরলোকে বিশ্বাসীর এ ধরণের কাজের অর্থ বোঝা যায়। কারণ কোন মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি যদি নিজের জান কোরবান করেন, তাহলে তিনি অমরতা লাভ করবেন। কিন্তু বস্তুবাদীর জন্য এ ধরণের পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই! মানুষ যখন জানে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে, প্রয়োজনের সূত্র অনুযায়ী ইতিহাসের গতি-ধারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কারো ইচ্ছা বা উদ্যোগে এটা বদলানো যায় না, সেক্ষেত্রে তারা কেন কোন এক আদর্শের বাস্তবায়নের জন্য পরিশ্রম করবে ?

(ঘ) বিত্তবানের সঙ্গে বিত্তহীনের স্বার্থের সংঘাতের ভিত্তিতে ক্ষমতা করায়ত্ত করার কৌশল সমাজের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে ঘৃণা ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করবে। এটা মানবিক ভ্রাতৃত্বের আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে হয়। হিংসা যদি পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম হয়, তা হলে মানব জাতিকে চিরকাল দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে। কারণ ঘৃণা যেমন ঘৃণার জন্ম দেয়, হিংসা তেমনি হিংসা সৃষ্টি করে। অন্যায়ের শোধ যদি অন্যায় দিয়ে তোলা হয়, তাহলে অন্যায়কে কিভাবে দমন করা যাবে ?

যেসব সমাজে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সব সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে শ্রেণীহীন সমাজের উন্মেষ বা খোদ রাষ্ট্র বিলীন হচ্ছে এ ধরণের আশা পোষণ করার মতো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং যেসব তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, কম্যুনিষ্ট সমাজ রাষ্ট্ররূপী 'ভগবানকেই' পূজা করছে। যিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের 'মন্দিরে' প্রার্থনা করেন না, বা নৈর্ব্যক্তিক যৌথতার 'বেদীতে' কোনো কিছু উৎসর্গ করেন না তাঁকে উৎখাত করা হচ্ছে।

(ঙ) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীর শূন্যতাবাদী (nihilistec) দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক। এতদিন পর্যন্ত মানব জাতি যে সব নৈতিক মূল্য স্বীকার করেছে ; যারা বিশ্বাস করেছে যে, নৈতিকতা দিয়েই সব কিছু বিচার্য, মূল্যবোধের স্থান সবার উপরে এবং পাপের প্রতিফল মৃত্যু তাদেরে মার্ক্সবাদী হেসে উড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। তার কাছে নৈতিকতার স্থান উৎপাদন পদ্ধতির উপরে নয় বলে উৎপাদন পদ্ধতি বদলানোর সাথে সাথে নৈতিকতাও পরিবর্তিত হবে। কিন্তু এই শূন্যতাবাদীদের মতে মার্কাসের এই উৎপাদন পদ্ধতি চিন্তাধারাও চরম নারকীয়। জন মিডলটন মারী এইভাবে এর অনিষ্ট কর পরিণামের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।

"যিনি মনে করেন যে, উৎপাদন পদ্ধতিই সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতা নির্ধারণ করে, তাঁকে কোনো এক সময়ে এই অন্যায় ও অলীক কল্পনা ত্যাগ করতে হবে, নতুবা সর্বহারার একনায়কত্বের অবস্থায় তলিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কেউই জানে না বা জানতে পারে না যে, সর্বহারা কিভাবে নির্দেশ দেয় বা সর্বহারা বলতে কি বোঝায়। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, ভালমন্দ মুক্ত হয়ে সমাজ কোন্ পথ ধরবে, তা কেউ বলতে পারে না। এর কেন্দ্রবিন্দুতে অবাধ ক্ষমতা থাকবে, কেননা তাকে বশে রাখার মতো কোনো নৈতিক বিধি থাকবে না। এর ফলে ক্রমাগত অবৈধভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হবে এবং আরও অধিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য ক্রমাগত উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করা হবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(চ মানব জাতির ঐতিহ্যবাহী ধর্ম মানুষের ইতিহাসে কতটুক প্রভাব বিস্তার করেছিল মার্ক্সবাদ তার ব্যখ্যা দিতে সক্ষম নয়। মার্ক্সের যুগে খৃষ্টান ধর্ম কি দাঁড়িয়েছিল তার সমালোচনা হিসাবে যদি এ কথা বলা যে, একটি অন্যায় ও অসম স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য কুচক্রী যাজকরা ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিল, তা হলে সেটা যুক্তিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু যদি একথা বলা হয় যে, সর্বত্র সব যুগে ধর্মকে এমনিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে সার্বজনীন ধর্মের বহু অবদান অস্বীকার করা হবে। কেননা, মানবজাতির যুগ-যুগান্তের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্ম মানবতার সেবায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ধমের অপব্যবহার হতে পারে বলে তাকে নিষিদ্ধ করা দরকার—এ ধরনের যুক্তি দেখানোর অর্থ হচ্ছে কার্যতঃ মানব জাতির সকল প্রতিষ্ঠান, যথা আইন, বিয়ে, পরিবার, নৈতিকতা, সম্পত্তি ইত্যাদিকে নিন্দা করা। পুরোনো আরিস্ততলীয় এই dictum এর মধ্যে এ ধরনের ঢালাও নিন্দার ভ্রান্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন What can be urged against all need not be urged any. সবের বিরুদ্ধে যা (যে যুক্তি) আরোপ করা যেতে পারে তা কারো স্বপক্ষে আরোপিত নাও হতে পারে।

ধর্ম বিশ্বাস ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করা অসম্ভব বলে আমি মনে করি। মানুষকে আজ ধর্ম ও ধর্মহীনতা নয়, বরং সত্যিকার ধর্ম ও ভূয়া ধর্মের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে। সার্বজনীন বিভিন্ন ধর্মের প্রেরিত পুরুষরা উন্নততর জীবনে উপনীত হওয়ার জন্য মানব জাতিকে পথ দেখিয়েছেন। এবং এ ব্যাপারে তাঁরা আল্লার প্রেরণা লাভ করেছেন বলে দাবী করেছেন। প্রত্যাদিষ্ট সত্যের আলোকে মানব জাতি ক্রমবিবর্তনের পথে এগিয়ে গেছে। মানুষের জীবনে এ ধরনের দায়িত্ব পালনের সাফল্য বা ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে মার্ক্সবাদ সফল বা ব্যর্থ হয়েছে। কোনো রকম ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন যে, তার অনুধাবন শক্তি সীমিত এবং এই রহস্যময় মহাবিশ্বকে বুঝতে সেটা তাকে পর্যাপ্তভাবে সহায়তা করতে সক্ষম নয়। এছাড়া, এই মহাবিশ্বে মানুষের ভূমিকা কি সেটা আবিষ্কারের ব্যাপারেও তার এই অনুধাবনশক্তি পর্যাপ্তভাবে সাহায্য করতে সক্ষম নয়। ধর্ম বিশ্বাস মানুষের এই সচেতনতারই ফলশ্রুতি।

মার্ক্স ইষ্টম্যান এক সময় নিষ্ঠাবান বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট ছিলেন। অবশেষে মার্ক্সবাদের সত্যিকার উদ্দেশ্য যখন তাঁর চোখের সম্মুখে নগ্নভাবে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রকাশ পায় তখন তিনি একে 'নীতিহীনতার ধর্ম' বলে আখ্যায়িত করেন তাঁর ভাষায় :

"আমি সঠিক অর্থে ধর্ম কথাটি ব্যবহার করছি। মার্ক্স খোদাকে অলীক ও স্বর্গকে টোপ বলে উড়িয়ে দিলেও প্রকৃতিগতভাবে তিনি সংশয়বাদী বা পরীক্ষাবাদী ছিলেন না। তাঁর চিন্তাভ্যাস অনুযায়ী স্বর্গ ও তাতে প্রবেশের একটি শর্তের প্রয়োজন ছিল। তিনি পৃথিবীতেই এই 'স্বর্গ' আবিষ্কার করেন এবং এক "স্বাধীনতার দেশ", "শ্রেণীহীন সমাজ" ইত্যাদি সুন্দর নামে আখ্যায়িত করেন। তাঁর এই স্বর্গে সব কিছু মহানন্দ ও শান্তিকর। এমন কি কল্পনাপ্রবণ (utopian) সমাজতন্ত্রীরাও এই স্বর্গের কথা কল্পনা করতে পারেন নি। মার্ক্সের এই স্বর্গে প্রতিযোগিতার সকল কারণই শুধু দূরীভূত হবে না সেই সাথে শহর ও গ্রামের সকল পার্থক্য, বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর ভেদাভেদ, কায়িক ও যন্ত্র-শ্রমিকের সকল বৈষম্যের নিরসন হবে। এমন কি বিভিন্ন পেশার নিরিখেও মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, কারণ সবাই স্বর্গের পথযাত্রী।"

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

(৩৮৪ পৃষ্ঠার পর)

اذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا

مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا .

(١٩٤—٦) حدثنا ابو بكر محمد بن ابان ثنا وكيع عن هشام الدستوائي

عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن

عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعليه يأكل الطعام في

ستة من اصحابه فجاء اعرابي فاكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله

লওয়া হইত তখন তিনি বলিতেন, "আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান তইয়িবাম মুবারাকান ফীহ্ গাইরা মুওাদ্‌দা ইন ওালা। মুস্তাগনান 'আনহু রাব্বুনা" : প্রশংসা আল্লাহের। আমরা তাঁহার প্রভূত অকপট ও বারাকাতযুক্ত প্রশংসা করি। ঐ প্রশংসা বর্জনীয়ও নহে এবং উহা হইতে অভাবমুক্তও হওয়া যায় না। তুমি আমাদের রাব্ব্।"

(১৯৪—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবুবাকর মুহাম্মদ ইব্‌নু আবান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ওাকী,' তিনি রিওায়াত করেন হিশাম আদ্‌দাস্‌তাওা'ঈ হইতে, তিনি বুদাইল ইব্‌নু মাইসারাহ অল্‌'উকাইলী হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উবাইদ ইব্‌নু 'উমাইর হইতে, তিনি উম্মুকুলসূম হইতে, তিনি আ'য়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হইতে, তিনি বলেন, একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার ছয় জন সাহাবীসহ খাবার খাইতেছিলেন। অনন্তর এক জন বেদুঈন আসিয়া বাকী খাদ্য দুই গ্রাসে খাইয়া ফেলিল। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, "সে যদি

কেননা ঐ 'হু' 'হাম্‌দ' এর পরিবর্তে বসিয়াছে। (তিন) 'রাব্‌বানা'—'বা' অক্ষরে যাবারযোগে। তখন উহাকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষার 'মাদহ্' বা 'ইখ্‌তিসাস' অনুযায়ী 'মান্‌সূব' ধরিতে হইবে। উহার পূর্বে 'য়া' অব্যয় উহ্য ধরিয়া উহাকে 'মুনাদা' হিসাবে 'মান্‌সূব' ধরা কষ্টকল্পিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৯৪—৬) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩।১০২) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

عليه وسلم لوسمى لكفاكم •

(١٩٥ — ٧) حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا ابو اسامة عن زكريا بن ابى زائدة عن سعيد بن ابى بردة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكلة او يشرب الشربة فيحمده عليها •

বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া খাইত তাহা হইলে এই খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইত।"

(১৯৫—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান হান্নাদ ও মাহমূদ ইব্‌ন গাইলান, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ উসামাহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন যাকারীয়া ইব্‌ন আবূ যাইদাহ হইতে তিনি সাঈদ ইব্‌ন আবূ বুরদাহ হইতে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন "নিশ্চয় আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে বান্দা এক গ্রাস খাবার খাইয়া অথবা এক ঢোক পানীয় দ্রব্য পান করিয়া তাঁহার প্রশংসা করে।"

তাহা ছাড়া ইহা ইব্‌নু মাজাহ : ২৪২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

فاكله بلقمتين : সে দুই গ্রাসে উহা খাইয়া ফেলিল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বেদুঈন যখন ঐ খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল তখন খাবার আদতেই অল্প ছিল।

لوسمي لكفاكم : সে যদি বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া খাইত তাহা হইলে ঐ খাদ্য তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। অর্থাৎ উহাতে সেও আসূদা হইয়া যাইত এবং ঐ সাহাবীগণও আসূদা হইয়া যাইতেন। কিন্তু উহাতে কাহারও পেট ভরিল না।

এই হাদীসে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিয়া খাওয়া শুরু করার বারাকাতের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে; এবং বলা হইয়াছে যে, 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিয়া আহার আরম্ভ না করিলে ঐ খাদ্যের বারাকাত নষ্ট হইয়া যায়।

(১৯৫—৭) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্‌ফাহ : ৩ | ৮৬) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সহীহ মুসলিম : ২ | ৩৫২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

فيحمده — এই শব্দটি সকল সংকলনে 'ফায়াহ্‌মাদাহু'—'দাল' অক্ষরে যাবারযোগে পড়া হয় এবং ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিয়ামায়িলের রিওয়ায়াতে ফায়াহ্‌মাদুহু 'দাল' অক্ষরে পেশ চলিয়া আসিয়াছে। কাজেই ঐ ভাবে লেখা হইল। 'দাল' অক্ষরে পেশ আসার বাক্য বিন্যাসে 'ইয়াহ্‌মাদুহু' হইবে খাবার বা বিধেয় পদ এবং উদ্দেশ্য পদ হইবে 'হুওয়া' উহ্য সর্বনাম। আর ঐ উদ্দেশ্য ও বিধেয় মিলিয়া পূর্ণ বাক্য হইবে।

Contents

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহারে বারাকাতের আর একটি উপায় হইতেছে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে বসিয়া না খাইয়া কয়েক জন একত্র বসিয়া 'বিস্মিল্লাহ' বলিয়া আহার আরম্ভ করা। এই মর্মে যে হাদীস আছে তাহা এই—ওাহ্শীই ইব্নু হ র্বা বলেন, সাহাবীগণ একদা বলেন, "হে আল্লাহের রাসূল, আমরা ভোজন করি কিন্তু অরিতৃপ্ত হই না; ইহার কারণ কি?" তিনি বলেন, "সম্ভবতঃ তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা আলাদা বসিয়া খাও।" তাহারা বলিল, "হাঁ।" তিনি বলিলেন, "অতঃপর তোমরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় একত্র হইয়া বসিও এবং আল্লাহের নাম লইও, আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ খাদ্যে বৃদ্ধি ও বারাকাত দিবেন।"—আবু দাউদ: ২ | ২৭২, ইব্নু মাজাহ: ২৪৪ |

এই পরিচ্ছেদে পানাহার শেষে মাত্র দুই প্রকার দু'আ চতুর্থ ও পঞ্চম হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি দু'আ আবশ্যকবোধে নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্য পানাহার করিবার পর এই দু'আ পড়িবে। আল্লাহুম্মা বারিক্ লানা ফীহি ওা আত্'ইমনা (বা ওারযুক্না) খাইরাম্ মিন্হু'—"হে আল্লাহ, তুমি আমাদিগকে ইহাতে বৃদ্ধি-বারাকাত দাও এবং আমাদিগকে ইহা হইতে উত্তম খাদ্য খাওয়াও।" আবু দাউদ: ২ | ১৬৮, তিরমিযী (তুহফাহ: ৪ | ২৪৭) ও ইব্নু মাজাহ: ২৪৬।

(খ) কিন্তু দুধ পান করার পরে ওা আত্'ইমনা খাইরাম্ মিন্হু' স্থলে বলিবে, "ওা যিদ্না মিন্হু"—অর্থাৎ 'ইহা বেশী দাও'। দুধ পানের পর সম্পূর্ণ দু'আটি এই "আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহি ওা যিদ্না মিন্হু"—আবু দাউদ: ২ | ৬৮, তিরমিযী (তুহ্ফাহ: ৪ | ২৪৭) ও ইব্নু মাজাহ: ২৪৬।

(গ) কাহারও বাড়ীতে যিয়াফাত-দাওয়াত খাইলে আহারের পরে ইহাও অতিরিক্ত বলিতে হইবে।

"আল্লাহুম্মা আত্'ইম মান্ আত্'আমানা (বা আত্'আমানী) ওাস্কি মান্ সাকানা (বা সাকানী)"—"হে আল্লাহ যে আমাদিগকে (বা আমাকে) খাওয়াইল তাহাকে খাদ্য দান কর এবং যে ব্যক্তি আমাদিগকে (বা আমাকে) পান করাইল তাহাকে পান করাও" এবং/অথবা বলিবে, "আল্লাহুম্মা বারিক্ লাহুম্ ফীমা রাযাক্তাহুম ফাগ্ফির্ লাহুম্ ওার্হাম্হুম্"—"হে আল্লাহ, তুমি তাহাদিগকে যে আহার্য দিয়াছ তাহাতে তাহাদের জন্য বৃদ্ধি-বারাকাত দাও। অতঃপর তাহাদের গুনাহ মাফ কর এবং তাহাদের প্রতি দয়া কর।"—সাহীহ মুসলিম।

(ঘ) সুনান আবু দাউদ: ২ | ১৮২ পৃষ্ঠায় আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সা'দ ইব্নু উ'বাদ রাযিয়াল্লাহু আন্হুর বাড়ী গেলে তিনি তাঁহার সামনে রুটি ও যাইতুন তেল উপস্থিত করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উহা ভোজন করেন। তারপর তিনি এই বলিয়া দু'আ করেন—

"আফ্তারা 'ইন্দাকুমুস্ সা'ইমূন ওা আকালা তা'আমাকুমুল্ আব্রার ওা সল্লাত 'আলাইকুমুল্ মালায়িকাহ"—"সিয়াম পালনকারীগণ তোমাদের নিকট ইফ্তার করুক, সাধু সজ্জনেরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করুক এবং মালায়িকাহ তোমাদের প্রতি রাহ্মাতের জন্য প্রার্থনা করুক।"

www.ahlehadeethbd.org

॥ অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ এম, এ, এল, এল, বি, পি, এইচ, ডি ॥

জন্মনিয়ন্ত্রণ কি জনসংখ্যা সমস্যার একমাত্র সমাধান ?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক সরকারী রিপোর্টেও একথা বলা হয় যে, অতীতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ভবিষ্যতেও সে হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে বলে মনে করা ভুল। রিপোর্টের ভাষায়, "বর্তমান সময়ের অনুমান ও হিসাবগুলোকে সুদূর ভবিষ্যতের উপর প্রয়োগ করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা" (দি ফিউচার গ্রোথ অব পপুলেশন, পৃঃ ২১)।

এ রিপোর্ট অনুসারে বর্তমান শতকের শেষ পর্যন্ত সময়ের জন্যে সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে এর বেশী কিছু নয়। অপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে আমরা বেশীর পক্ষে মাত্র দশ বা পনের বছর সময়ের জন্যে একটা অনুমান করতে পারি এবং এর বেশী সময়ের জন্যে এরূপ করা অসতর্কতার পরিচায়ক হবে। (মাইগ্রেশন নিউজ, জেনেভা, ১৯৫৯) অপর একজন সমাজ বিজ্ঞানী সমগ্র বিষয়টিকে এভাবে প্রকাশ করেন ঃ

জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ও ভবিষ্যদ্বাণী গুলোতে লোকের আগ্রহ অত্যন্ত কমে গেছে আর এর কারণ হচ্ছে বাস্তবতার অভাব। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ মহলের বাইরে সাধারণতঃ ধারণা করা হতো যে, পরিসংখ্যান এমনই এক বিদ্যা যার সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হবে তা অস্বাভাবিকরূপে সঠিক হয়, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্য আসতে থাকে এবং অবশেষে তা আস্থাহীনতায় পরিণত হয়েছে। (সোসিয়োলজি টু-ডে, আর কে মার্টন, নিউইয়র্ক, ১৯৫৯, পৃঃ ৩১৫)।

উপরের আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যার অনুমান ও এর গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সাধারণ সংবাদ পরিবেশনের মতো ৬০০ বছর পর দুনিয়াতে মানুষের দাঁড়াবার স্থান থাকবে না বলে উক্তি করাও অত্যন্ত আপত্তিকর।

চতুর্থতঃ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্ন বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে এর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের বিশেষ অবস্থা অনুসারে সেখানে বিশেষ কাঠামোতে বিরাট আকারেও পুঁজি কেন্দ্রীভূত করার নীতিতেই অর্থনীতিকে সংগঠিত করা হয়েছিল এবং এর যাবতীয় প্রচেষ্টা ও তৎপরতার লক্ষ্য ছিল শ্রমের জন্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ ও পুঁজির জন্যে সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা নির্ধারণ, এ ধরণের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী ভারী শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি বলা হয়। এ ধরণের অর্থনীতিতে শ্রমের প্রয়োজন দিন দিন কমে যায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু অর্থনীতিকে যদি অন্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন কাঠামোতে সংগঠিত করা যায় তাহলে নতুন কাঠামোতে জনসংখ্যা একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে না। জাপানে এ ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত মওজুত রয়েছে। জাপান বুঝতে পেরেছিল যে, ভারী শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতি তাদের উপযোগী নয়। কেননা, তাদের হাতে পুঁজি ছিল কম কিন্তু শ্রম ছিল অনেক বেশী, এজন্যে তারা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির অধীনে ছোট ছোট শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এ শিল্পকে উচ্চমানে উন্নীত করার চেষ্টা করে। এর ফলে তাদের শিল্প কারখানা-গুলো শ্রম-বিনিয়োগকারী শিল্পে পরিণত হয় এবং এতে করে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্বেও সেখানে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। জাপানের আয়তন পাকিস্তানের অর্ধেক মাত্র। তা সে দেশের সমগ্র ভূখণ্ডের মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ চাষাবাদযোগ্য। অবশিষ্ট জমি আগ্নেয়-গিরির অগ্নুৎপাতের দরুন অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এ প্রেক্ষিতে জাপানের আবাদ-যোগ্য জমি পাকিস্তানের আবাদী জমির মোট পরিমাণের বারো ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু তা' সত্বেও জাপান আমাদের চাইতে অনেক বেশী সংখ্যক অধিবাসীর জীবন-যাত্রার মান অনেক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং সমাজের অর্থনৈতিক শক্তিকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, তার শিল্পজাত দ্রব্যাদি বৃটেন ও আমেরিকার বাজার দখল করে ফেলেছে। এমন কি ইউরোপের সকল দেশ এক জোট হয়েও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হয়নি। শুধু তাই নয়—তার রাজনৈতিক শক্তিও এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকেই সে চ্যালেঞ্জ করে বসে।

এ থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, যদি অর্থনৈতিক কাঠামোকে দেশের অবস্থার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে উন্নত ছাঁচে ঢালাই করা হয় তা'হলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যা কোনদিনই সমস্যারূপে দেখা দিতে পারে না। বর্তমান দুনিয়ায় মানুষ যদি দারিদ্র্য, অভাব ও দূরবস্থায় পতিত হয়ে থাকে তবে তার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী, প্রকৃতিক উপায় উপাদানকে এ জন্যে দায়ী করা যেতে পারে না। এ সম্পর্কেও আমি কতিপয় জরুরী বিষয় পেশ করতে চাই ;

(ক) আমাদের কাছে যে সব উপকরণ রয়েছে তা'আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছিনা। উপকরণ মওজুদ রয়েছে, এমন কি প্রাচুর্য আছে, কিন্তু মানুষ অলসতা ও কর্ম-বিমুখতার দরুণ এগুলো থেকে উপযুক্ত পরিমাণ কল্যাণ হাসিল করতে পারছে না। এটিই পৃথিবীতে বিরাজমান দারিদ্র্যের সব চাইতে বড় কারণ।

(খ) মানুষের প্রয়োজন পূরণের যাবতীয় উপায় উপকরণ প্রকৃতিই ?। দুনিয়াতে রেখে দিয়েছে। উপকরণের দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র দুনিয়া একটি অখণ্ড ইউনিট। দুনিয়াতে এমন একটি দেশও নেই, যেখানে তার অধিবাসীদের প্রয়োজন পূরণ করার সকল উপকরণ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত হতে পারে। সমগ্র দুনিয়ার সকল উপকরণ একত্রে গোটা মানব সমাজের জন্যে যথেষ্ট। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে এ ধরনের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সমগ্র দুনিয়ার প্রতি লক্ষ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রেখে মানুষের চিন্তা গবেষণা করা উচিত। দেশের মধ্যে যেমনি বিভিন্ন শহরকে প্রয়োজনীয় উপকরণের ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করতে পারি না, তেমনি সমগ্র দুনিয়া সম্পর্কেও ঐ রকম মনোভাব নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আর এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তিত হলেই দুনিয়ার উপায় উপকরণগুলো সমগ্র জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারবে।

(গ) উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির দরুন বর্তমানে অত্যন্ত ভ্রান্ত পদ্ধতিতে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা চালু আছে। যেখানে কোন দ্রব্যের প্রাচুর্য আছে সেখানেই তার অপচয় হচ্ছে। অন্য স্থানে এ দ্রব্যের অভাবে যারা কষ্ট ভোগ করছে এগুলো তাদের ব্যবহারে আনার কোন উপায় নেই। যারা বলে থাকেন যে দুনিয়ার উৎপাদন ক্ষমতা জনসংখ্যার তুলনায় কম তারা জানেন না যে, পাশ্চাত্য জগতে উৎপাদনের ঘাটতিজনিত কোন সমস্যাই নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কি পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা নির্ধারণ করাই তাদের জন্যে স্থায়ী মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিণ সরকারকে প্রতি বছর ২০ কোটি থেকে ৪০ কোটি ডলার শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় আলু নষ্ট করা অথবা কম মূল্যে বিক্রি করার জন্যে খরচ করতে হয়। কালিফোর্নিয়ায় কোটি কোটি টাকা মূল্যের মনক্কা ও কিসমিস শূকরদের খাইয়ে দেয়া হয়।

আমেরিকার ক্রেডিট কর্পোরেশনের নিকট ২০ অর্বুদ ডলার (প্রায় ১৯০ কোটি টাকা) মূলের দ্রব্য সামগ্রী অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় দ্রব্যের তালিকা নীচে দেয়া হলো :—

দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য
তুলা	প্রায় ৫০ লক্ষ গাঁট	৭৫ কোটি ডলার
আটা	২৯ কোটি মণ	৯০ ,, ,,
ভুট্টা	৪৩,৫ ,, ,,	৯০ ,, ,,
ডিম(শুষ্ক)	৭ কোটি পাউণ্ড	১০ ,, ,,
মাখন	১০ ,, ,,	৬ ,, ,,
দুধ (শুষ্ক)	২৫ ,, ,,	৩ ,, ,,

(আওয়ার ভেভেলাপিং ওয়ার্ল্ড ঃ ডাডলি ষ্টাম্প পৃঃ ১৬৬)

অনুরূপভাবে 'ফাও' পরিবেশিত সংখ্যাতত্ব থেকে জানা যায় যে, অব্যবহৃত মওজুদ ষ্টকের পরিমাণ বরাবর বেড়েই চলেছে এবং কোটি কোটি মণ খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলোর রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যও কোটি কোটী টাকা নষ্ট হচ্ছে অথচ ঐ একই সময়ে দুনিয়ার অন্যান্য অংশে দারিদ্র ও খাদ্যাভাব মানুষকে অস্থির করে রেখেছে। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, অবস্থা যখন এমন পর্যায়ে বিরাজ করছে তখন আমরা অভাবের ধূয়া তুলে অর্থনৈতিক উপকরণের বিরুদ্ধে চিৎকার করছি কোন কারণে ?

নিছক বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলেও জন্ম নিরোধ ব্যবস্থার সফলতা অত্যন্ত অনিশ্চিত মনে হয় এবং এটা যে শেষ পর্যন্ত একটা 'পরিচিত অপরাধে' পরিণত হবে তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। এ সম্পর্কেও যথাযথভাবে চিন্তা বিবেচনার জন্যে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

প্রথমতঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোন ইতিবাচক পন্থা নয়। এ ব্যবস্থা দ্বারা উদ্ভূত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবস্থাকে জয় করার পরিবর্তে অবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ করা হয় মাত্র। তাই এটা একটা নেতিবাচক পন্থা আর এর দ্বারা সমস্যার কোন সমাধান পাওয়া যায় না। দুনিয়া খাদ্য চায়—জন্ম নিয়ন্ত্রণ বটী চায় না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদি অত্যন্ত কঠোর-ভাবেও এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তা'হলেও কমপক্ষে শতাব্দী অর্ধশতাব্দী পর এর ফল দেখা দিতে পারে। ইউরোপেও এর ফল দীর্ঘকাল পরেই দেখা দিয়েছিল। তাই এ ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি শীঘ্র দূর হয়ে যাওয়ার কল্পনা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘকাল পর হয়ত কোন ফল দেখাও দিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল সম্পর্কে কেনীস বলেন যে, আমরা শুধু এ বিষয়ে একটি কথাই জানি আর তা' হচ্ছে "দীর্ঘকাল পর আমরা সকলেই মরে যাবো।"

তৃতীয় কথা হচ্ছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চিকিৎসা বিজ্ঞান বা অর্থনীতি বিষয়ক কোন পরিকল্পনা নয় যে, যখন ইচ্ছা যে কোন দেশে তা' প্রবর্ত্তন করা যেতে পারে। এর সফলতার জন্যে বিশেষ ধরণের সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বিশেষ ধরণের নৈতিক অনুভূতি ও বিশেষ ধরণের মানসিকতার প্রয়োজন।

এগুলোর অনুপস্থিতিতে এ আন্দোলন চলতেই পারে না। হোরেস বেলস বলেন: "জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচারের ফলে অনেক যুগ পর জন্মহার কমে যাবার আশা করা যায়। এ প্রচার ধীরে ধীরে জনমত গঠন করবে। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় জানা যায় যে, সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তন করে জন্ম নিরোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল করে তোলার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রচারের কোনই প্রভাব আশা করা যায় না।

(বেলস, হোরেস, পপুলেশন গ্রোথ এণ্ড লেভেলস অব কনসাসশান, পৃঃ ২৫) এ লেখক আরো বলেন,

"বিভিন্ন ধরণের বাধা ও অর্থনৈতিক এবং কার্যকারণ ঘটিত অসুবিধা এত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী যে, সীমিত পরিবার সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রচারের পরোক্ষ ব্যবস্থা শীঘ্র ফলদায়ক হতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশেও এসব কারণেই এ আন্দোলন অনেক বিলম্বে ফলপ্রসূ হয়েছিল।" বেলস-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে:

"উপসংহারে আস্থা সহকারে বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মানুষের মনো-ভাবের পরিবর্তন হতে পারে বলে সহজভাবেই আশাবাদী হওয়া যায়। অপরদিকে পরবর্তী ২০/৩০ বছরের মধ্যে জন্মহার যে পরিমাণ কমে যাবে বলে আশা করা যায় তা' মৃত্যুহার হ্রাসের পরও ফলপ্রসূ হওয়ার ব্যাপারে আমি অনে-কাংশে নৈরাশ্যবাদী। (পৃঃ ৪১ ও ৪৫)

এ জন্যেই লেখক পরামর্শ দেন যে, জন-সংখ্যার প্রতি এত বেশী গুরুত্ব না দিয়ে আমা-দের উপকরণ বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করা দরকার। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ঘোর সমর্থক স্যার চার্লস ডার-উইন তার সাম্প্রতিক 'দি প্রেসার অব পপুলেশন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন

"যত দ্রুততার সঙ্গেই এর প্রচার চালানো হোক না কেন, এক অর্বুদ সংখ্যক লোকের অভ্যাস ও স্বভাব মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপ্লবী কায়দায় পরিবর্তন করে দেয়া অনুমানেরও অতীত বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এ বিষয় সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সকল অভিজ্ঞতা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।...এ কাজটা এমন যে, এর প্রতি উৎসাহ দেয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু ৫০ বছর পরও দুনিয়ার সমগ্র অধিবাসীদের মধ্য থেকে নগণ্য সংখ্যকের চাইতে বেশী লোক যে এ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারবে তার কোন আশা নেই।"

সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের লর্ড পরিষদে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক চলাকালে জনৈক বক্তা বলেন, ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, জন্ম নিরোধ উপকরণাদির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। জনৈক চিকিৎসকের উক্তি নকল করে তিনি বলেন, "কথাটা শুনতে যতই আশ্চর্যজনক মনে হোক না কেন বাস্তব সত্য এই যে, গ্রামাঞ্চলে একটি শিশুর জন্মদানের জন্যে তত টাকা ব্যয় করতে হয় না যত টাকা ব্যয় করতে হয় জন্ম নিরোধ উপকরণাদি হাসিল করার জন্যে।

এ বিতর্কেই লর্ড কেশী ডাঃ পার্কস এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "নতুন আবিষ্কৃত বটীগুলো ব্যবহারের নিয়ম এই যে, প্রতি মাসে অন্ততঃ ২০টি সেবন করতেই হবে। এশিয়ার পল্লী অঞ্চলের নারীদের জন্যে স্থায়ীভাবে নিয়মিত এতোগুলো বটী সেবন রীতিমত কষ্টকর এবং অসহনীয়। জন্ম নিরোধের অন্যান্য উপকরণও কার্যকরী নয়। কারণ এ সবের কতকগুলোতে কোন প্রকার ক্রিয়াই করে না আর কতকগুলো অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য এবং অবশিষ্টগুলোর ব্যবহার বিধি অত্যন্ত কষ্টকর।"

আজকাল জন্ম নিরোধক যে বটীটির বেশী প্রচার চলেছে তা ফলপ্রসূ হওয়ার শর্ত হচ্ছে প্রতি মাসে ২ টি বটীর একটি পূর্ণ কোর্স ব্যবহার করা। এক দিন ব্যবহার করা বাদ দিলেই পূর্ণ কোর্স ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক মহিলাকে বছরে প্রায় ২৪০টি বটী গলধঃকরণ করতে হবে এবং তার পরই সন্তান জন্মাবার 'বিপদ' থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। একটি বটীর দাম ৫০ সেন্ট। এর অর্থ দাঁড়াল এই যে, প্রত্যেক মহিলাকে প্রতি বছর ১২০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৫৪০ টাকা মূল্যের ঔষধ সেবন করাতে হবে। (ডন মারে : হাউ সেফ আর দি নিউ ব্যর্থ কন্ট্রোল পিলস?) পাকিস্তানের নাগরিকদের বার্ষিক মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ হচ্ছে ৪৮০ টাকার মতো। (পূর্ব পাকিস্তানে ৩৫০ টাকারও কম) এমতাবস্থায় প্রত্যেকটি মহিলা শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রতি বছর ৫৪০ টাকা কিভাবে খরচ করবে তা একবার চিন্তা করে দেখা দরকার।

এখন আমাদের সামর্থ ও উন্নয়ন খরচের ভিত্তিতে হিসাব করে দেখুন আমরা এ দামী বটী 'হজম' করতে পারবো কিনা। এ বিপুল পরিমাণ সম্পদ জন্ম নিরোধের জন্যে খরচ করার পরিবর্তে উৎপাদন বাড়ানো ও উন্নয়নের জন্যে খরচ করতে আপত্তি কেন?

০ ০ ০

উপরোক্ত আলোচনার পর স্বাভাবিকভা বই প্রশ্ন উঠে, এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি? এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত হচ্ছে এই যে, উৎপাদন বাড়ানো এবং অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণাদির উন্নয়নের মধ্যেই এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত। আর সত্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কথা এই যে, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোকেই কেবলমাত্র সমাধান বলা যেতে পারে।

সামান্য চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ হচ্ছে পরাজয় বরণ! অর্থাৎ আমরা মানুষের যোগ্যতা ও বিজ্ঞানের শক্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে উৎপাদন ও উপকরণ বাড়ানোর পরিবর্তে মানুষের সংখ্যা কমিয়ে দিতে শুরু করবো। একটি কাপড় কারুর শরীর 'ফিট' না হলে কাপড়টিকে বড়ো করার পরিবর্তে মানুষটির শরীর কেটে-ছেটে ছোট করার মতোই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যায় ও অস্বাভাবিক।

জন্মনিরোধ মতবাদের পেছনে যে দৃষ্টি-ভঙ্গি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাতে মানুষ চরম লক্ষ্য নয় বরং একটি উপায় মাত্র। যভাবে অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যকে উৎপাদন চাহিদা অনুযায়ী বাড়ানো ও কমানো যায় তেমনিভাবে মানুষের সংখ্যাও বাড়ানো ও কমানো যেতে পারে। বল ব্যাট ও জুতা যেমন প্রয়োজন অনুসারে তৈরী করা হয়, মানুষও তেমনি বিশেষ পরিমাণ অনুসারে জন্মানো হবে। অর্থাৎ মানুষের এমন কোন সত্তা নেই যে, তার প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা যাবে বরং সামগ্রীর সাথে সঙ্গতি রাখার জন্যে খোদ মানুষকে কাট-ছাট করে নিতে হবে। অন্য কথায় মানুষও বাজারের অন্যান্য পণ্যের মতো একটি পণ্য মাত্র এবং এর বেশী মর্যাদার অধিকারী সে নয়।

এ দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্তই ভ্রান্ত। সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যমান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার পরই মানুষ এতটা নীচে নেমে আসতে পারে। মানুষই হচ্ছে সৃষ্টির আসল লক্ষ্য আর অন্যান্য সকল দ্রব্যাদিই মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে সৃষ্ট। এ মর্যাদাকে উল্টিয়ে দিলে নিজের মর্যাদার আসন থেকে মানুষের পতন না হয়ে পারে না। মানুষের আসন থেকে নেমে এসে মানুষ বস্তুগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হলেও এতে মানুষ হিসেবে লাভ কি হলো? অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন তাতে এ ধরণের দৃষ্টি-ভঙ্গির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন,

"কিছু সংখ্যক লোক বলে যে, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো অথবা সংখ্যার স্থিতিশীলতা আনয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমি এ সব প্রস্তাবের কোন একটিকেও বিবেচনার যোগ্য মনে করি না। আমার অভিমত এই যে, অর্থনৈতিক উপকরণের অনুপাতে জনসংখ্যাকে কাট-ছাঁট করার পরামর্শ না দিয়ে অর্থনীতি বিশারদদের

www.ahlehadeethbd.org

উচিত মানুষের প্রয়োজনের সাথে অর্থনীতিকে সংগতিশীল করে গড়ে তোলার পরামর্শ দান করা। মাতা-পিতা নিজেদের মর্জী মোতাবেক সন্তান জন্মিয়ে থাকেন। কোনও অর্থনীতিক চিন্তাবিদ, তিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন এবং উজিরে আজম, তিনি যত শক্তিশালীই হোন না কেন, মাতা-পিতাকে নিজেদের মর্জী-মোতাবেক সন্তান জন্মানোর ব্যাপারে বাধা দানের অধিকারী নন, অপর দিকে সকল অধিকার অপর পক্ষের রয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও উজিরে আজমদের উপর মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার উপযোগী অর্থনৈতিক উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ করার জন্যে চাপ দেয়ার ন্যায় অধিকার রয়েছে প্রতিটি সন্তানের পিতার।" (ক্লার্ক কলিন, এ জেনারেল রিভিউ অব সাম ইকনমিক প্রবলেমস অব পাকিস্তান, ১৯৫৩ পৃঃ ২)

আমাদের দৃষ্টিতে উৎপাদন বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সমস্যার সমাধান রয়েছে। আর উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবকাশও রয়েছে যথেষ্ট। এখন শুধু সাহস, যোগ্যতা, সঠিক পরিকল্পনা এবং বাস্তব প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতার প্রয়োজন ভিত্তিহীন আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে নিজেদের শক্তি সামর্থকে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প হলে দুনিয়ার অন্যান্য উন্নতদেশের চাইতেও আমাদের দেশে উন্নতমান কায়েম করতে না পারার পেছনে কোন যুক্তি নেই। (সমাপ্ত)

(পূর্বদেশ পত্রিকার সৌজন্যে)

www.ahlehadeethbd.org

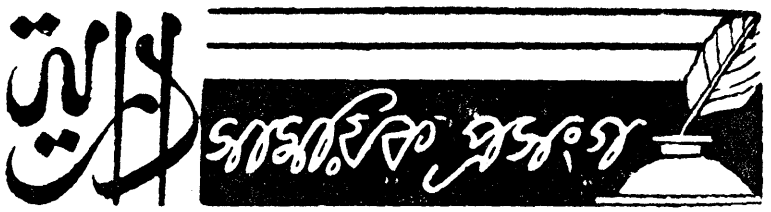

بسم الله الرحمن الرحيم

নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ

এই প্রবাদ বাক্যটিতে মানব প্রকৃতির একটি সাংঘাতিক দোষের দিকে ইংগিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ কোন কোন মানুষের স্বভাব এই যে, সে যখন অপরের আচরণে অত্যন্ত রাগান্বিত ও ক্ষুব্ধ হয় তখন সে একেবারে কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। ঐ অবস্থায় সে তাহার নিজের বিরাট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যদি প্রতিপক্ষের কিছু ক্ষতি করা সম্ভবপর দেখে তখন রোষ, দ্বেষ ও হিংসা দ্বারা তাহার বিবেকবুদ্ধি এমন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, সে তখন ঐ বিরাট ক্ষতি বুক পাতিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের বর্তমান নির্বাচন অভিযানে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে এই প্রকৃতির লোক অবশ্যই রহিয়াছেন। আমি মনোবিজ্ঞানী বলিয়া দাবী করি না ; আমি মনস্তত্ত্ববিদও নই। তবুও অত্যন্ত সন্ধানী চোখ দিয়া আমি আমার নিজের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া থাকি। তাহারই উপর কিয়াস করিয়া সমাজের লোকের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিবার পরে যদি কাহাকেও দোষী বলিয়া মনে হয় তবে তাহাকে দোষী মনে করি, অন্যথায় নহে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কালা-গোরা, বা ব্ল্যাক-হোয়াইট বৈষম্য আন্দোলন যেমন প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন কোন কোন নির্বাচনী দল পাকিস্তানে পূর্ব-পশ্চিমী বৈষম্য আন্দোলনকে। তাঁহারা রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাইতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু প্লেটের স্থলে কলাপাতা, শালপাতা বা সান্‌কিতে ভাত খাইতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা অপরের সামান্য ক্ষতি করিতে গিয়া নিজেদের জন্য সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতে কুণ্ঠিত হন না। এই মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম-বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস টানিয়া আনিও না"।—কুরআন, ২ : ১৯৫। বিবেকবুদ্ধিও কস্মিনকালে ইহা সমর্থন করে না ; অথচ কোন কোন তথাকথিত রাজনীতি-বিশারদ বর্তমান নির্বাচন ব্যাপারে এই পন্থা অনুসরণ করিয়া জনগণের ধ্বংসের পথ সুগম করিয়া তুলিতেছে।

'আসাবীয়াত—জাহিলীয়াহ অর্থাৎ মূর্খতার যুগের পক্ষপাতিত্ব।

কোন কাজ বা পদের জন্য অনাত্মীয়দের মধ্যেকার অথবা বিরোধী দলের মধ্যেকার উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচিত বা মনোনীত বা নিযুক্ত না

www.ahlehadeethbd.org

করিয়া নিজ আত্মীয়দের মধ্যেকার অথবা নিজ দলের মধ্যেকার অযোগ্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অথবা নিম্নতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচিত বা মনোনীত বা নিযুক্ত করার নাম এই আসাবীয়াত জাহিলীয়াহ বা জাহিলী যুগের পক্ষপাতিত্ব। ইহা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কুরআন মাজীদে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই 'আসাবীয়াতের ব্যাখ্যা দিয়া উহা অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ওহে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমরা ইনসাফ ও ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী এবং উহার সমর্থক থাকিয়া আল্লাহের দীনে দৃঢ় ও অটল থাক। দেখো, কোন সম্প্রদায় বা দলবিশেষের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ বা শত্রুতা তোমাদিগকে যেন তাহাদের বেলায় ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত না করে। ন্যায়বিচার কর। ন্যায়বিচারই হইতেছে ধার্মিকতার নিকটতম ব্যাপার। আল্লাহকে সমীহ কর। তাঁহার শাস্তির ভয় রাখ। তোমরা যাহাই কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষ অবগত।"—সূরাহ আল্-মায়িদাহ : ৮।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "কোন সম্প্রদায় বা দলবিশেষের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ বা শত্রুতা তোমাদিগকে যেন তাহাদের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করিতে প্ররোচিত না করে। বরং তোমরা সৎ কাজ ও ধার্মিকতা ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লঙ্ঘন ব্যাপারে কাহারও সহায়তা করিও না। তোমরা আল্লাহকে সমীহ করিয়া চল। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিতে কঠোর।"—সূরাহ আল্-মায়িদাহ : ২।

আসাবীয়াহ জাহিলীয়াহ হইতেছে নিজ দলের, নিজ গোষ্ঠীর বা নিজ লোকের জন্য অন্যায় পক্ষপাতিতা। সাহাবী ওাসিলাহ ইব্নুল্ আস্কা' বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিলাম, "আল্লাহের রাসূল আসাবীয়াহ কি ব্যাপার?" তিনি বলেন, "তোমার নিজের জাতিকে অন্যায়ে সাহায্য করার নামই আসাবীয়াহ।"—আবু দাউদ : ২।৩৫১

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন "যে ব্যক্তি নিজ জাতির জন্য অন্যায় পক্ষপাতিত্বের দিকে আহ্বান করে সে আমাদের দলের নয়; যে ব্যক্তি নিজ জাতির জন্য অন্যায় পক্ষপাতিত্বকে ভিত্তি করিয়া যুদ্ধ করে সে আমাদের দলের নয় এবং যে ব্যক্তি নিজ জাতির জন্য অন্যায় পক্ষপাতিত্ব অন্তরে পোষণ করা অবস্থায় মারা যায় সে আমাদের দলের নয়।"—আবূ দাউদ : ২।৩৫১।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই অন্যায় পক্ষপাতিতা আজ সর্বত্র দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত হইয়া চলিয়াছে। এই 'আসাবীয়াহ আজ আমাদের সারা সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আজ অপর লোকদের বা অনাত্মীয়দের মধ্যে যোগ্যতর, অধিকতর গুণী-জ্ঞানী লোককে তাহার যোগ্য পদে বহাল না করিয়া সেই স্থলে নিজেদের অল্প যোগ্যতাসম্পন্ন এমন কি অযোগ্য লোককে বহাল করা হইতেছে। বর্তমান যুগের নির্বাচন পদ্ধতিতে এই অন্যায় পক্ষপাতিতা সবিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বলিতে কি, রাজনৈতিক নির্বাচন আগাগোড়া এই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট।

আইন পরিষদের নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক দলের মধ্যেই কয়েক জন যোগ্য লোক থাকা এবং অধিকাংশ লোকই কম যোগ্য অথবা অযোগ্য ব্যক্তি থাকা স্বাভা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিক অথচ প্রত্যেক দলই এই কথা প্রচার করে যে, তাহার দলের সকল প্রার্থীকে—যোগ্যই হউক আর অযোগ্যই হউক, কালাগাছই হউক আর লাইট পোষ্টই হউক—অবশ্যই ভোট দিতে হইবে। কাজেই প্রত্যেক দলের সভ্য মাত্রেই বহু যোগ্য লোককে নির্বাচন না করিয়া বহু অযোগ্য লোকের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করিতে বাধ্য। কাজেই এই নির্বাচন ব্যাপারে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই দলগত-ভাবে এই অন্যায় নীতি মানিয়া চালিয়া থাকেন। ফলে বহু যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত না হইয়া বহু কালা-বোবা নির্বাচিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু চোখ তাহাদের অবশ্যই জাগ্রত থাকিবে এবং সেই চোখ দিয়া দলপতিকে অনুসরণ করিয়া হাত উঠাইবে ও নামাইবে।

বর্তমান নির্বাচনে যে দলগুলি অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে মূলতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী নির্বাচন ব্যাপারে মোটেই ইসলামের ধার ধারে না। তাহারা তাহাদের প্রচারণীতে ভুলেও আল্লাহের নাম লয় না এবং ইন্‌শা আল্লাহ পর্যন্ত কখন উচ্চারণ করে না। তাহারা কুর্‌আনের বিধান পালনের আওতার বাহিরে। কাজেই তর্কশাস্ত্র অনুসারে তাহারা আমাদের এই আলোচনায় আসে না। বাকী রহিল ইসলাম-পন্থী বলিয়া দাবীদার দলগুলি।

আমরা ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, ইসলাম-পসন্দ বা ইসলাম-পন্থী বলিয়া পরিচিত চারিটি দল ইসলাম নিন্দিত 'আসাবীয়াহ দোষ হইতে আগামী নির্বাচনকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি ঐক্য জোট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মূলনীতি এই নির্ধারিত হইয়াছিল যে, ঐ চারি দল হইতে যে সব প্রার্থীকে ঐ দলগুলি মনোনয়ন দান করিয়াছিল সেই সব প্রার্থীর মধ্যে যে অঞ্চলে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম বিবেচিত হইবে তাহাকে ঐ দলগুলি যৌথভাবে সমর্থন করিবে। ফলে সর্বত্রই ঐ চারি দলের মাত্র এক ব্যক্তিকে ঐ চারি দলের সকলেই সমর্থন করিবে। কিন্তু বড়ই পরি-তাপের বিষয়, তাহাদের কোন কোন দল কুরআন মাজীদের উল্লিখিত সুস্পষ্ট বিধানের অবমাননা করিয়া নিজ দলের কম যোগ্য অথবা অযোগ্য ব্যক্তিকে সমর্থন করিবার জন্য সীমা-তিরিক্ত চাপ দিতে থাকে। ফলে, ঈপ্সিত ঐক্যজোট অঙ্কুরিত হইবার পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে আমরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। যাঁহারা কুরআনের স্পষ্ট বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখান, যাঁহাদের দিল ও দিমাগ, অন্তর ও মস্তিষ্ক 'আসবীয়াহ জাহিলীয়াহ রোগে সমাচ্ছন্ন সেই সম্মোহিত দল কুরআনের স্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিবার পরে কোন্ মুখ মুসলিম-দের সর্বাধিনায়ক হইতে চায়? ইহার জবাব কে দিবে? দিবে সেই একগুঁয়ে দলের ব্যর্থতা।

সাদাকাতুল্ ফিৎর্ বা ফিৎরা

সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে ফিৎরার খাদ্যবস্তু ও উহার পরিমাণ সম্বন্ধে কেবলমাত্র ইবনু 'উমার ও আবূ সাঈদ খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা এই দুই জন সাহাবীর বর্ণিত হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাদীসগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে,

(ক) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানায় ফিৎরাতে কেবলমাত্র যব, খুরমা, পনির ও কিশমিশ এই চারিটি খাদ্য দেওয়া হইত। তবে অপর তিনটির তুলনায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিশমিশ কম পাওয়া যাইত বলিয়া বেশীর ভাগই যব, খুরমা ও পনির দেওয়া হইত।

(খ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানায় উল্লিখিত চারিটি খাদ্যের যে কোনটির এক সা' ফিতরা দেওয়া হইত।

কাজেই ঐ গুলির কোন একটি হইতে এক সা পরিমাণ খাদ্য ফিতরা হিসাবে দান করাই খাঁটি সুন্নাত হইবে।

উক্ত হাদীসগুলি হইতে ইহাও জানা যায় যে, মু'আওিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহার রাজত্বকালে অভিমত প্রকাশ করেন যে, অর্ধ সা' সিরীয়া দেশীয় [শামী]। গম এক সা' খুরমার মত [মিস্‌ল]। তদবধি লোকে ফিত্‌রাতে অর্ধ সা' গম দেওয়া শুরু করে। কিন্তু আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানায় ও চারি খালীফার যামানায় যেমন এক সা' করিয়া যব বা খুরমা দিয়া আসিতেছিলেন সেইরূপ ফিৎরাতে এক সা' করিয়া যব বা খুরমা মু'আওিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর যামানাতেও দিতে থাকেন।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে 'অর্ধ সা' শামী গম এক সা' মাদানী খুরমার মত'—এই বাক্যটির তাৎপর্য কি? স্বাভাবিকভাবে ইহার তাৎপর্য এই যে, সেই যুগে বার্টার অর্থাৎ বস্তুর পরিবর্তে বস্তুতঃ বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। লোক এক সা' খুরমার বদলে এক সা' যব আদান প্রদান করিত। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে মু'আওিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই যুগে সিরীয়াদেশীয় গম ও মাদানী খুরমার অনুপাত ছিল ১ : ২ এবং সেই কারণে ফিৎরাতে মাথা পিছু আধ সা' গম দেওয়া যথেষ্ট হইবে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। কাজেই এখন স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠে যে, বর্তমানে যেহেতু গম ও যবের অনুপাত ১ : ২ নয় কাজেই এখন আধ সা' গম দেওয়া বা আধ সা' গমের মূল্য দেওয়া কোন ক্রমেই জায়িয হইতে পারে না। মূল্য দিতে হইলে এক সা' যবের মূল্য দিতে হইবে। [যদিও আমি ইহাকে সুন্নাহের ব্যতিক্রম মনে করি।]

আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসে তা'আম (طعام) বা প্রধান খাদ্যেরও উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 'তা'আম' এর ব্যাখ্যা করা হয় খুরমা, যব, পনির ও কিশমিশ। সাহীহ মুসলিমের এক সূত্রে প্রথম তিনটি বিষয়কে তৎকালীন খাদ্যের ব্যাখ্যারূপে উল্লেখ করা হয়। ঐ ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, কিশমিশ যদিও মাদীনায় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তাহা খুব কমই পাওয়া যাইত বলিয়া উক্ত হাদীসে উহার উল্লেখ নাই। যাহা হউক ইহা হইতে মোটামুটিভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরাতে মূলতঃ খাদ্যই দেয়। কাজেই আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য চাউল হওয়ার কারণে আমাদের পক্ষে চাউলই দেয় হইবে। ফলে, আমার মতে আমাদের প্রত্যেকের জন্য মাথা পিছু এক সা' চাউল দেওয়া রাসূলের সুন্নাহ হইবে এবং এক সা' চাউলের মূল্য দেওয়া সাহাবীদের সুন্নাহ হইবে। আর যব বা গম আমাদের কাহারও প্রধান খাদ্য নয় বলিয়া আমাদের প্রত্যেকের পক্ষ হইতে এক সা' যব বা এক সা' গম দেওয়া—রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দিয়াছিলেন বলিয়া— তাঁহার 'আমালী সুন্নাহ হইতে পারে:

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু 'ত 'আম' এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া মাথা পিছু এক সা' চাউল দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হইবে।

বলা বাহুল্য এক সা' চাউলের মূল্য দিতে হইলে স্থানীয় বাজার দরে মূল্য দিতে হইবে। **রেশনের দরে মূল্য দিলে ফিৎরা আদায় হইবে না।**

ফিৎরা ও যাকাত দিবার স্থল

সকলেই বিলক্ষণ জানেন যে, ঈদুল্ ফিৎরের পূর্বে ফিৎরা দিতে হয়। আর ইহা দেখা যায় যে, লোকে সাধারণতঃ এই রামাযান মাসে যাকাত দিয়া থাকেন। সকলে ইহাও জানেন যে, প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের উপর ফার্‌য হইতেছে ফিৎরা দান করা এবং যাকাত দান করা ফার্‌য্ হইতেছে কেবলমাত্র তাহাদেরই উপর যাহাদের নিকট এত পরিমাণ ধনসম্পদ রহিয়াছে যে, তাহা হইতে তাহাদের ঋণের পরিমাণ বিয়োগ করিলে উদ্বৃত্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় এবং সে পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ ঐ মালের মালিক হইয়া থাকে। এই ফিৎরা ও যাকাত গ্রহণ করিবার হকদার কাহারা তাহা কুর্‌আন মাজীদে সূরাহ অৎ-তাওবাহ ৬০ নং আয়াতে বলা হইয়াছে। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, যাবতীয় প্রকার সাদাকাহ নিম্নে বর্ণিত আট প্রকার লোক গ্রহণ করিতে পারিবে। (বলা বাহুল্য, যাকাত, ফিৎরা, কুরবানীর জানোয়ারের চামড়ার মূল্য, আকীকার জানোয়ারের চামড়ার মূল্য, মানতের দ্রব্য সামগ্রী বা জানোয়ার সবই এই সাদাকাতের অন্তর্ভুক্ত।) উহা পাইবার হকদারগণএই

১। দরিদ্রগণ—অর্থাৎ যাহাদের নিকট ধনসম্পদ আছে, কিন্তু যাকাতের নিসাব পরিমাণ ধন নাই।

২। নিঃস্বগণ—অর্থাৎ যাহাদিগকে বাহ্য দৃষ্টিতে অভাবশূন্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা সম্বলহীন।

৩। সাদাকাত সংগ্রহ ও আদায়কারী কর্মচারীগণ—তাহারা নিসাবের মালিক অথবা অবস্থপন্ন ধনী হইলেও তাহাদের যুক্তি সঙ্গত পারিশ্রমিক সাদাকাতের মাল হইতে দেয়।

৪। নবদীক্ষিত মুসলিমগণ—তাহারা ধনী হইলেও তাহারা সাদাকাতের মাল হইতে সাহায্য লইতে পারিবে এবং তাহাদিগকে সাদাকাতের মাল হইতে সাহায্য দেওয়া যাইবে। কিন্তু কোন কোন ইমাম ও আলিম বলেন যে, এই হুকম ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রতি প্রযোজ্য ছিল। বর্তমানকালে তাহারা ধনী হইলে তাহাদিগকে নবদীক্ষিত হওয়ার ভিত্তিতে সাহায্য দেওয়া চলিবে না। হাঁ দরিদ্র হইলে ১। বা ২। দফার ভিত্তিতে তাহাদিগকে সাদাকাত হইতে দান করা চলিবে।

৫। ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীগণ—অর্থাৎ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ ব্যাপারে সাহায্য হিসাবে তাহারা সাদাকাত পাইবার অন্যতম হকদার। কিন্তু বর্তমান কালে তাহাদের অস্তিত্বই নাই।

৬। দেনদারগণ—অর্থাৎ যে ব্যক্তি শারী-'আত সংগতভাবে জীবনযাপন করিতে গিয়া এমন দেনদার হইয়া পড়ে যে, তাহার বর্তমান ধন হইতে দেনার পরিমাণ বিয়োগ করিলে উদ্বৃত্ত মাল নিসাবের পরিমাণ হইতে কম হয় সেই ব্যক্তি সাদাকাত পাইবার হকদার। সে ঐ অবস্থায় ১। বা ২। দফার পর্যায়ে পড়ে।

৭। আল্লাহের পথে—অর্থাৎ ইসলামের কাজে ব্যাপৃত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান

www.ahlehadeethbd.org

৮। পথচারী -সে ১। অথবা ২। এর পর্যায়ে পড়ে। কোন ধনী ব্যক্তি যদি যথেষ্ট ধন সঙ্গে লইয়া কোন কার্য উপলক্ষে বিদেশ যায় এবং সেখানে গিয়া অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে আর তাহার বাড়ীতে যথেষ্ট ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে যদি বিদেশে কোন কর্জ না পায় তবে সেও সাদাকাতের মাল গ্রহণ করিতে পারিবে।

আয়াতে যে আট প্রকার লোকের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে বর্তমানে উহা তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ পাওয়া যায়।

(১) দরিদ্র ব্যক্তি—যাহার কোন সম্বল নাই অথবা থাকিলেও উহা যাকাতের নিসাব পরিমাণ না হয়, অথবা যাহার ঋণের পরিমাণ বাদ দিলে তাহার সম্পদ যাকাতের নিসাব হইতে কম হয়। বলা বাহুল্য নবদীক্ষিত মুসলিম এই ভিত্তিতে অর্থাৎ সে যদি নিসাবের মালের অধিকারী না হয় তবে সাদাকাত গ্রহণের হকদার হইবে। অনুরূপভাবে পথচারী মুসাফিরও এই পর্যায়ে পড়ে।

(২) সাদাকাত আদায়, বিলি-ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজের জন্য মনোনীত বা নিযুক্ত কর্মচারী। উক্ত কর্মচারী তাহার যুক্তিসংগত পারিশ্রমিক সাদাকাতের মাল হইতে পাইবার হকদার।

(৩) ইসলামের খিদমাতে ও সেবায় ব্যাপৃত মুসলিম বা ইসলামী প্রতিষ্ঠান। উক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাহাদের যথাযোগ্য পারিশ্রমিক সাদাকাতের মাল হইতে পাইবার হকদার।

ফিৎরা, যাকাত ইত্যাদি সাদাকাত যথাযোগ্য পাত্রে বা স্থানে পৌঁছাইবার দায়িত্ব

ফিৎরা, যাকাত ইত্যাদি সাদাকাত যথাযোগ্য পাত্রে বা স্থানে পৌঁছাইবার দায়িত্ব হইতেছে সাদাকাত দানকারীর উপর। সাদাকাত দানকারী যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে এবং যেখানে খুশী সেই খানে সাদাকাত দিতে পারে না। সে যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিয়া যোগ্য পাত্রে ও যোগ্য স্থানে সাদাকাত দান করিবে। যথারীতি সন্ধান না লইয়া দান করিতে গিয়া কেহ যদি উহা অযোগ্য পাত্রে বা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া বসে তাহা হইলে তাহার ফিৎরা বা যাকাত বা অন্য কোনও সাদাকাহ আদায় হইবেনা। যথারীতি অনুসন্ধান করাসত্ত্বেও যদি উহা অযোগ্য পাত্রে বা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে গিয়া পড়ে তবে ঐ ফিৎরা, যাকাত ইত্যাদি আদায় হইয়াছে বলিয়া আল্লাহের রাহমাত হইতে আশা করা যায়। যে সব অজানা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের বা যে সব অজানা বিদেশী ভিক্ষুকের প্রকৃত অবস্থা জানা না যায় সেই সব প্রতিষ্ঠানে এবং সেই সব ভিক্ষুককে ফিৎরা, যাকাত বা যে কোন সাদাকাহ দান করিলে তাহা আদায় হইবে না। অনুরূপভাবে স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন সাহায্য প্রার্থনাকারীর প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত না হইয়া সেই প্রতিষ্ঠানে ও সেই প্রার্থানাকারীকে ফিৎরা, যাকাত বা যে কোন সাদাকাহ দেওয়া হইলে তাহাও আদায় হইবে না। ফল কথা যাকাত দানকারী উপযুক্ত পাত্রে ফিৎরা, দান না করিলে উহা পানিতে ফেলিয়া দিবার শামিল হইবে।

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবারের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

কুর্‌আনে বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলে তাহাকে আল্লাহ এমন উৎস হইতে এমন ভাবে আহার দেন যাহা সে চিন্তাও করিতে পারে না"—৬৫ : ৩।

অনুরূপভাবে কুর্‌আনে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এক দল কাফির আহলুল্ কিতাবের প্রতি আল্লাহের শাস্তি এমন উৎস হইতে এমন ভাবে আসিল যে, তাহারা উহা ভাবিতেও পারে নাই"—৫৯ : ২। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহের দান ও শাস্তি উভয়ই কখন কখন অচিন্তনীয় ও অভাবনীয় উৎস হইতে আসিয়া থাকে। আর আল্লাহের শাস্তি আসিলে তাহা ঠেকাইবার সাধ্য এবং দান আসিলে তাহাতে বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই। সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তি এবং কারণ পরম্পরা নীতি সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে।

গত ১২।১৩ নভেম্বর তারীখে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা সমূহে যে ঝড় তুফান ও জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হইয়াছে তাহা কোন বিশিষ্ট প্রবীণ প্রত্যক্ষদর্শীর মতে নূহ আলাইহিস সলাতু অস্‌সালামের যামানার তুফানের পরেই স্থান পাইবার যোগ্য। বাস্তবিকই এই তুফান ও জলোচ্ছ্বাস ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে অসংখ্য মানুষ, জীবজানোয়ার মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং বিপুল পরিমাণ ক্ষেতের ফসল ধ্বংস হইয়া যায়। এই তুফান যে অঞ্চলের উপর দিয়া গিয়াছিল সেই অঞ্চলে ইহা সর্বগ্রাসী রূপই ধারণ করিয়াছিল।

দুর্যোগ হইতে শিক্ষা গ্রহণ

এই সব ঝড় তুফান বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ যাহাই হউক না কেন ইহার মূল কারণ আল্লাহ তা'আলা কুর্‌আনে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, "মানুষের কার্যাবলীর কারণে স্থলে ও সমুদ্রে বিভ্রাট, দুর্যোগ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। মানুষকে তাহার কর্মের কিছুটা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ইহা করিয়া থাকেন।"—৩০ : ৪১। অর্থাৎ পৃথিবীর জলে-স্থলে ঝড়-তুফান বা জলোচ্ছ্বাস, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ মহামারী ইত্যাদি যে সব দুর্যোগ ঘটিয়া থাকে তাহার মূল কারণ হইতেছে মানুষের অপকর্ম। মানুষ খুন, চুরি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, অত্যাচার, অবিচার-ব্যভিচার সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আদেশের অবমাননা ও আল্লাহদ্রোহিতা যতই বেশী হইতে থাকিবে ততই বেশী এই সব দুর্যোগ আসিবে।

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালামের যামানায় মুষ্টিমেয় লোক বাদে আর সকলেই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য সর্বগ্রাসী ঝড়-তুফান ও জলোচ্ছ্বাসের প্রয়োজন হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে আমরা অধিকাংশ লোকই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আদেশের অবমাননা করিয়া চলিয়াছি। ইসলামের সর্ব প্রধান অঙ্গ নামাযই আজ আমাদের মধ্য হইতে উঠিয়া চলিয়াছে। আমাদের মধ্যে শতকরা কয় জন লোক দৈনিক পাঁচ বারের ফার্‌য নামায রীতিমত ঠিক সময়ে জামা'আতে আদায় করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকে? আমাদের মধ্যে শতকরা কয়জনই বা যেন তেন প্রকারেও দৈনিক পাঁচ বার নামায পড়ি? তারপর হালাল আহার আমরা কয়জনে গ্রহণ করিতেছি? সমাজের উচ্চ স্তরের মুসলিমরা সূদে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ লইয়া অবাধে ব্যবসা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া চলিয়াছেন। সুদে টাকা লইয়া উহা দ্বারা অট্টালিক বানাইতেছেন আর ঐ অট্টালিকার ভাড়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেছেন। সবত্রই সুদের কারবার করিতেছি, কিন্তু একটু সংশয় বা সংশয়ের অনুভূতি পর্যন্ত নাই। এই সব হারাম রোযগার নিজেরা খাইতেছি এবং অপরকে খাওয়াইতেছি,—উহা হইতে খয়রাতও করিতেছি।

তারপর ঘুষ ছাড়া বর্তমানে কোন কাজই হয়না। অফিসে চাপরাসী হইতে আরম্ভ করিয়া বড় সাহেব পর্যন্ত বহু স্তর আছে। সেই সব স্তরের সকলে যদি ঘুষ না লন তবুও অন্ততঃ কোন না কোন স্তরে অবশ্যই ঘুষ দিতে হইবে। ঘুষ দিলে যে কাজ তিন দিনে হইয়া যায়, ঘুষ না দিলে সেই কাজ সমাধা হইতে কম পক্ষে তিন মাস লাগে—তিন বৎসর এবং তাহার বেশীও লাগিতে পারে। আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। স্থানীয় কোন এক আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান ভুলক্রমে আমার নিকট হইতে ৪।০ টাকা বেশী দাবী করে এবং আমাকে তাহা দিতে হয়। পরে হিসাবে তাহারাই তাহাদের ভুল ধরিতে পারে এবং ঐ টাকা অফিস হইতে ফেরত লইবার জন্য চিঠি লেখে। দিয়া পাঠাইলেই পারিত; কিন্তু তাহা করিল না। ছেলেকে অথরিটি পত্রসহ পাঠাইলে তাহারা টাকা না দিয়া বলে যে, আগামী বিল গেলে তাহা সহ আসিলে উক্ত পরিমাণ টাকা তাহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। আবার অফিসে সেইমত পাঠান হইল। এক অফিসার নোট লিখিয়া দিয়া অপর অফিসারের নিকট পাঠাইলেন। অপর অফিসার অনুপস্থিত, এই অজুহাতে টাকা পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য আমার বাসা হইতে ঐ অফিসে যাইবার রিকশা ভাড়া প্রতি দফা দশ আনা। ঐ টাকা এখনও পাই নাই। যাহা হউক অফিসারদের সকলে না হইলেও অধিকাংশ অফিসারই ঘুষ ছাড়া কাজ করেন না। তারপর চোরা কারবার, অতিরিক্ত মুনাফাখুরী প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয় আমাদের দেশ হইতে যেন ইসলামী বিধান অন্তর্হিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সমস্ত হইতে দেশকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য আল্লাহ এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করি এই দুর্যোগ আমাদের এক দলকে অন্ততঃ আল্লাহের নাম উচ্চারণ করিতে এবং আমাদের সকলকে সাধু ও ধার্মিক করিতে সাহায্য করিবে। অবশেষ সূরা আল্ হাদীদের ২২নং আয়াতের অনুবাদ দিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করিতেছি।

আল্লাহ বলেন, "পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজদিগকে যে কোন মুসীবাত পৌঁছে তাহা আমরা পৃথিবী সৃষ্টি করিবার পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি, যাহাতে কোন কিছু তোমাদের হস্তচ্যুত হইলে তোমরা আফসোস না কর এবং আল্লাহ তোমাদিগকে কিছু দান করিলে তোমরা আনন্দে উৎফুল্ল না হও (সেই জন্য ইহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিলাম)।"

অতএব যাঁহারা এই দুর্যোগে গত হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য দোওয়া করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। হাঁ, তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য সহানুভূতি এবং যাঁহারা বাঁচিয়া রহিয়াছেন তাঁহাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে।

ভুল সংশোধন

তর্জুমানুল হাদীসের বিগত সংখ্যার ৩৪৯ পৃষ্ঠার স্থলে ৩১৪ পৃষ্ঠা এবং ৩১৪ পৃষ্ঠার স্থলে ৩৪৯ পৃষ্ঠা ছাপা হওয়ায় বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত।

—সম্পাদক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৯

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যিলা ঢাকা

ফেব্রুয়ারী মাস

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। কাঞ্চন জামাত হইতে মারফত মোহাঃ মিযানুর রহমান সাং কাঞ্চন ফিৎরা ১০৲ ২। মোহাঃ সিরাজুল হক, চারিতালুক অন্তান্ত ১৲ ৩। মোহাঃ বিল্লাল মিঞা সাং চকপাড়া পোঃ মাওনা শ্রীপুর ফিৎরা ১০৲ ৪। হাজী আবদুস সবহান কাযী সাং ধামাল কোট পোঃ ঢাকা ক্যান্টনমেণ্ট ঢাকা নং ৬ কুরবানী ৮৲ ৫। মোহাঃ আসাদ উদ্দিন চৌধুরী ৪৭নং সার্কুলার রোড, ধানমণ্ডি ঢাকা নং ২ কুরবানী ৫'৪২ ৬। আবদুল জলিল ২৬নং সেণ্ট্রাল রোড, ধানমণ্ডি ঢাকা—২ কুরবানী ২'৭২ ৭। আযিযুর রহীম, মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ১২নং মদন পাল লেন কুরবানী ২'৮৬ ৮। ডক্টর মাহফুযুর রহমান সাং কাথোরা পোঃ গাছা কুরবানী ১০৲ ৯। হাজী মোহাঃ আলীমুদ্দীন সাং কামার জুড়ি পোঃ গাছা কুরবানী ২৲ ১০। মুনশী মোহাঃ হাকীম উদ্দিন, দেবই কাযির বাগ ফিৎরা ২২৲ ১১। মোহাঃ কামরুদ্দীন মাতব্বর ত্রিমহিনী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ রূপগঞ্জ, ফিৎরা ৪৫৲ ১২। বিল্লাল মিঞা সাং চকপাড়া পোঃ মাওনা শ্রীপুর ফিৎরা ১০৲।

যিলা পাবনা

আদায় মারফত মওঃ মোহাঃ যিল্লুর রহমান আনছারী সাহেব

পাবনা টাউন

১। মোহাঃ জাবেদ আলী প্রামাণিক ও মোহাঃ আনছার আলী প্রামাণিক কৃষ্ণপুর ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৫৲ ২। মোহাঃ বাহার উদ্দিন আটুয়া ফিৎরা ১০৲ ৩। শেখ মোহাঃ মজহার আলী আটুয়া ফিৎরা ১০৲ ৪। মোহাঃ এব্রাহিম মিঞা দিং সাং চর ঘোষপুর ফিৎরা ২৪৲ ৫। মোহাঃ আহেদ আলী রাঘবপুর ফিৎরা ২২'৭০ ৬। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন শালগাড়িয়া যাকাত ১০৲ ৭। মোহাঃ আকমল হোসেন, রাঘবপুর যাকাত ১০৲ ৮। মোহাঃ রোস্তম আলী আটুয়া ফিৎরা ১০৲ ৯। মোঃ আকরম আলী প্রামাণিক সাং ভুড়ভুড়িয়া পোঃ মালুঞ্চি ফিৎরা ২৫৲ ১০। মওঃ যিল্লুর রহমান আনছারী শালগাড়িয়া ফিৎরা ১৫০৲ ১১। মোহাঃ ইউসোফ আলী সরকার, ভুড়ভুড়িয়া পোঃ মালুঞ্চি ফিৎরা ৫৲ ১২। হাজী মোহাঃ তাহের আলী, আটুয়া যাকাত ২৫৲ ১৩। শেখ মোঃ মোহাঃ ওয়াজেদ আলী পাবনা বাজার ফিৎরা ২৲ ১৪। মোহাঃ রজব আলী প্রামাণিক ও মোহাঃ মজহার আলী পুরান কুঠিবাড়ী ফিৎরা ১০৲ ১৫। আলহাজ আহমাদ আলী মিঞা রাঘবপুর ফিৎরা ২২১৲ ২৬ আলহাজ মোহাঃ আহাদ আলী বিশ্বাস ও মোহাঃ বেলায়েত আলী বিশ্বাস পুরান কুঠিবাড়ী ফিৎরা ৪০৲ ১৭। মোহাঃ আকীল উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ১৮। আলহাজ মোহাঃ আবদুস সামাদ, চক গোবিন্দপুর চাঁদমারী যাকাত ৬০৲ ফিৎরা ৪০৲ ১৯। মোহাঃ হারান আলী প্রামাণিক, শালগাড়িয়া যাকাত ৫৲ ২০। মোহাঃ ইউসোফ আলী মাসিথা, চক ছাতিয়ানী নূতন পাড়া যাকাত ৪০৲ ২১। হাজী মোহাঃ আফযাল হোসেন পাবনা টাউন যাকাত ১৭৲ ২২। আবদুল কুদ্দুস মিঞা ও অ বুল কাছেম মিঞা, আটুয়া যাকাত ১০৲ ২৩। মোহাঃ আয়েন উদ্দিন মিঞা, শালগাড়িয়া যাকাত ১৫৲ ২৪। মোহাঃ নূরুল ইসলাম খান, পাবনা টাউন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাকাত ১০৲ ২৫। মৌঃ মোহাঃ আমানতুল্লাহ, পাবনা টাউন ফিৎরা ৫৲ ২৬। মোহাঃ বসিরুষ্‌যামান খাঁন, আটুয়া যাকাত ১০৲ ২৭। ডাঃ মোহাঃ মকবুল হোসেন, রাধানগর ফিৎরা ৩৫৲ ২৮। মোহাঃ আনছার আলী প্রামাণিক সাং গয়েশপুর ফিৎরা ৫৲ ২৯। আবদুল জব্বার মিঞা সাং খয়ের সুতী পোঃ দোগাছী যাকাত ১১'২৫ ৩০। আবদুল হক মিঞা পাবনা টাউন যাকাত ৫০৲ ৩১। মোহাঃ মাইনুদ্দিন মিঞা, শালগাড়িয়া যাকাত ১৫৲ ৩২। মোহাঃ আবুল কাছেম খাঁন আটুয়া যাকাত ৩৲ ৩৩। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন মিঞা, শালগাড়িয়া যাকাত ৭৲ ৩৪। মোহাঃ হারান আলী প্রামাণিক, শালগাড়িয়া যাকাত ৫৲ ৩৫। আবদুল কাইউম খাঁন, আটুয়া যাকাত ১০৲ ৩৬। মোহাঃ আকাম উদ্দিন মিঞা পাবনা টাউন যাকাত ১৫৲ ৩৭। আবদুল করিম মিঞা, রাঘবপুর যাকাত ৫৲ ৩৮। ডাঃ মোঃ মকবুল হোসেন, রাধানগর ফিৎরা ৩৬৲ ৩৯। মোহাঃ মেহের আলী কবিরাজ খয়েরসুতী, দোগাছী ফিৎরা ২০৲ ৪০। মোহাঃ মজাহার আলী শেখ, আটুয়া ফিৎরা ১০৲ ৪১। মোহাঃ যাবেদ আলী মিস্ত্রি, কৃষ্ণপুর ফিৎরা ১০৲ ৪২। মোহাঃ বাহার উদ্দিন, আটুয়া ফিৎরা ৪৲ ৪৩। হাজী মোহাঃ হাছির উদ্দিন ফিৎরা ২০৲ ৪৪। মোহাঃ ফকির উদ্দিন প্রামাণিক, পারান কাঠীবাড়ী ফিৎরা ৮৲ ৪৫। মোহাঃ মজহার আলী প্রামাণিক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲ ৪৬। হাজী আহমাদ আলী প্রামাণিক রাঘবপুর জামাত হইতে ফিৎরা ২৬১৲ ৪৭। মোহাঃ এব্রাহিম মিঞা, চরঘোষপুর ফিৎরা ২০৲ ৪৮। মৌঃ খবির উদ্দির আহমদ কৃষ্ণপুর ফিৎরা ৪৲ ৪৯। মোহাঃ রোস্তম আলী প্রামাণিক, আটুয়া ফিৎরা ৫৲ ৫০। হাজী মোহাঃ সামেদ আলী, চক পৈলানপুর ফিৎরা ২৫৲ ৫১। আবদুল হাকিম মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲।

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৫২। মুন্সী মোহাঃ মিযানুর রহমান সাং সন্তোষ চর পাড়া পোঃ স্থল ফিৎরা ৭৲ ৫৩। মোহাঃ নজরুল ইসলাম খান, সাং ধুলাউড়ি পোঃ হরীপুর ফিৎরা ৫৲ ৫৪। মওঃ মোহাঃ নজাবত হোসেন বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ২২৫৲ ৫৫। মৌঃ মোঃ আইউব আলী, হিমায়েতপুর ফিৎরা ৩৲ ৫৬। মৌঃ খবির উদ্দিন আহমদ কৃষ্ণপুর ফিৎরা ৪৪৲ ৫৭। ডাঃ মোহাঃ মকবুল হোসেন, রাধানগর এককালীন ১৲ ৫৮। মোহাঃ আব্বাছ আলী জোয়াদ্দার কুঠিবাড়ী পোঃ হিমায়েতপুর কুরবানী ১'৫০ ৫৯। বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় মওঃ যিল্লুর রহমান আনছারী সাহেব কুরবানী ১৭৭'৫০ ৬০। মোহাঃ আখতার হোসেন মিঞা এককালীন ১৲ ৬১। মোহাঃ আবদুল কাদের মিঞা, রাঘবপুর এককালীন ২৲ ৬২। মোহাঃ আনছার আলী মিঞা রাঘবপুর যাকাত ২৫৲ ৬৩। মৌঃ মোহাঃ আবদুল মজীদ যাকাত ২৫৲ ৬৪। হাজী মোহাঃ করম আলী মুন্‌শী, রাধানগর যাকাত ১০৲ ৬৫। মোহাঃ মকবুল হোসেন খাঁন, শালগাড়িয়া যাকাত ১০৲ ৬৬। মোহাঃ আবুল কাসেম খান, আটুয়া যাকাত ৫৲ ৬৭। মোহাঃ আলতাফ হোসেন পাবনা টাউন যাকাত ২৫৲ ৬৮। আবদুল হামীদ মিঞা, শিবরামপুর যাকাত ২০৲ ৬৯। আবদুল করীম মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৭০। রমিসা খাতুন বিবি রাধানগর এককালীন ৫৲ ৭১। মোহাঃ মফছেদ আলী শেখ, কৃষ্ণপুর যাকাত ৫৲ ৭২। আলহুল আযিয খান, রাঘবপুর যাকাত ১৫৲ ৭৩। আবদুল হক মিঞা পাবনা বাজার যাকাত ৪০৲ ৭৪। আবদুস শুকুর খান, আটুয়া যাকাত ৫৲ ৭৫। এস, এম, কাছেম রিজভী ম্যানেজার ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক যাকাত ২৫৲ ৭৬। মোহাঃ যহুর আলী মিঞা শালগাড়িয়া যাকাত ৬৲।

আদায় মারফত মওলানা আবদুল হককানী সাহেব সদর দফতর ঢাকা

৭৭। মোহাঃ ইসমাঈল প্রাং ব্রজনাথপুর পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৫'২৫ ৭৮। হাজী মোহাঃ কফিল উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲ ৭৯। মোহাঃ বছির উদ্দিন প্রাং কুলনিয়া পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২৲ ৮০। মোহাঃ হোসেন আলী প্রাং সাং দোপখোলা পোঃ

www.ahlehadeethbd.org

দোগাছী ফিৎরা ১২৲ ৮১। হাজী মৌঃ আবদুর রহমান সাহেব সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২৫৲ ৮২। মোহাঃ চাঁদ আলী প্রাং মারফত মুন্সী মোহাঃ উসমান গণী সাং ও পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১০৲ ৮৩। মোহাঃ হাসান আলী প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২৫৲ ৮৪। মোহাঃ আকবর আলী মালিথা সাং চর কুলুনিয়া ফিৎরা ১৫৲ ৮৫। মোহাঃ ফয়েজ উদ্দিন শেখ সাং খয়েরসুতী ফিৎরা ২৫৲ ৮৬। মোহাঃ নজির হোসেন প্রাং সাং খয়েরসুতী ফিৎরা ৩০৲ ৮৭। মোহাঃ বছির উদ্দিন প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১১৲ ৮৮। মোহাঃ আয়েজ উদ্দিন প্রাং সাং কায়েম কোলা পোঃ দোগাছী ফিৎরা ১৫৲ ৮৯। মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন খান সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২০৲ ৯০। আবদুর রহমান খান সাং জহিরপুর পোঃ পাবনা টাউন ফিৎরা ১০৲ ৯১। মোহাঃ এনাত আলী শেখ সাং ব্রজনাথপুর ফিৎরা ১৫৲ ৯২। মোহাঃ করম আলী বিশ্বাস সাং চর ভারাড়া পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৪৩'৮৭ ৯৩। মোহাঃ জোনাব আলী বিশ্বাস সাং খয়েরসুতী ফিৎরা ২০৲ ৯৪। মোহাঃ হারান আলী প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ২৫৲ ৯৫। মোহাঃ শাহাদাৎ আলী প্রাং সাং খয়েরসুতী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৩০৲ ৯৬। মোহাঃ কলিম উদ্দিন বিশ্বাস মারফত মোহাঃ মুসলিম উদ্দিন সাং কুলনিয়া পোঃ দাগাছী ফিৎরা ৬০৲ ৯৭। মৌঃ মোহাঃ মুকিজ উদ্দিন সাং মাদার বাড়ী পোঃ দোগাছী ফিৎরা ৩৲ ৯৮। মোহাঃ আমীরহোসেন প্রাং ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৮৲।

যিলা রাজশাহী

মনঅর্ডার যোগে ও দফতরে প্রাপ্ত

১। হাজী মোহাঃ হারুনর রসিদ সাং ভদ্রখণ্ড পোঃ কালীগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ২। মোহাঃ লোকমান আলী খন্দকার সাং বাহাদুরপুর পোঃ রাণীনগর ফিৎরা ১৲ কুরবানী ১৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ ইউনুস বিশ্বাস সাং ও পোঃ গোদা গাড়ী কুরবানী ৫৲ ৪। মোহাঃ হাবিবর রহমান মণ্ডল সাং চক বুলাকী পোঃ রাণীনগর কুরবানী ৪৲।

আদায় মারফত মোহাঃ আনছারুজ্জামান সাহেব

৫। শাহ মোহাঃ মোল্লা সাং নামো রাজারামপুর উশর ১৫৲ যাকাত ৫৲ ৬। আবদুল কুদ্দুস মোল্লা ঠিকানা ঐ উশর ১০৲ ৭। মোহাঃ তৈয়ব আলী মোল্লা ঠিকানা ঐ উশর ১০৲ ৮। আবদুস সাত্তার মোল্লা ঠিকানা ঐ উশর ১৫৲ ৯। মোহাঃ হোসেন মণ্ডল ঠিকানা ঐ উশর ১০৲ ১০। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ কামরুজ্জামান ঠিকানা ঐ উশর ২০৲ ১১। নামো রাজারামপুর শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পক্ষে আলহাজ মোহাঃ তমিজ উদ্দিন বিশ্বাস, ফিৎরা ২০৲ ১২। মোহাঃ তাহির উদ্দিন মোল্লা সাং নামো রাজারামপুর উশর ২৲ ১৩। মরহুমা বিবি আমেনার পক্ষে মোহাঃ এসহাক মোল্লা ঠিকানা ঐ এককালী ৫৲ ১৪। মৌঃ মোহাঃ আবদুর রহীম ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১৫। মোহাঃ আবদুর রহীম মোল্লা ঠিকানা ঐ উশর ১১'২৫ ১৬। নামো রাজারামপুর শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পক্ষে মোহাঃ দেরাজ তুল্লাহ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২০৲ ১৭। মোহাঃ তমিজ উদ্দিন মোল্লা ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ১৮। মোহাঃ তাইখুস সোবহান মোল্লা ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ১৯। মোহাঃ নিয়াজুদ্দিন মোল্লা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ২০। মৌঃ মোহাঃ আবু তাহের ঠিকানা ঐ এককালীন ২৲ ২১। মোহাঃ আমজাদ আলী মোল্লা ঠিকানা ঐ উশর ১৲ ২২। মুন্সি মোহাঃ বিলাল উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২০৲ ২৩। মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস সরদার ঠিকানা ঐ কুরবানী ২০৲ ২৪। মৌঃ আবদুর রহীম ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৫৲।

যিলা দিনাজপুর

আদায় মারফত আলহাজ জলিলউদ্দিন আহমদ

পাটুয়া পাড়া

১। মৌঃ মতিউর রহমান, রহমান ব্রাদার্স গণেশতল যাকাত ৩৫৲ ২। হাজী মোহাঃ সুফায়াত আলী লাল-

www.ahlehadeethbd.org

বাগ যাকাত ২০৲ ৩। মহীউদ্দিন আহমদ পাটুয়া পাড়া যাকাত ১০৲ ৪। আমির উদ্দিন আহমাদ চৌধুরী আমীর সপ ফ্যাক্টরী মালদহ পট্টি যাকাত ২৫৲ ৫। আলহাজ জলিল উদ্দিন আহমাদ পাটুয়া পাড়া যাকাত ১০০৲ ৬। মোহাঃ মুহসিন আলী ঠিকানা যাকাত ২৫৲ ৭। আলহাজ জমিরউদ্দিন আহমাদ সরদার লালবাগ ২য় মসজিদ যাকাত ২৫৲ ৮। মোহাঃ আহসানুল্লাহ রামনগর যাকাত ৬৲।

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৯। মৌঃ মোহাঃ রমযান আলী এফ, এম, আর সাং ও পোঃ সোনগাঁও ফিৎরা ২০৲ ১০। সেক্রেটারী, উদয়ধুল মাদ্রাসা পোঃ ভাদুরিয়া ফিৎরা ১৯'৭০ ১১। মোহাঃ ফযলুর রহমান মুন্সী সাং ডাঙ্গাপাড়া ফিৎরা ২৲ ১২। মোহাঃ ইউসোফ আলী শাহ সাং খামার বিষ্ণুপুর পোঃ টঙ্গুয়া ফিৎরা ১০৲ ১৩। মৌঃ মোহাঃ আবদুল হান্নান সাং আজলাবাদ পোঃ করনাই একবালীন ৩৲ ১৪। আবদুল জব্বার ঈদগাহ বস্তী টাউন ফিৎরা ৫৲।

যিলা কুষ্টিয়া

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ শওকত আলী সাং উজ্জলপুর কুরবানী ১০৲ ২। মোহাঃ আবদুল মান্নান সাং কাষীপুর ফিৎরা ২৲।

যিলা খুলনা

১। আবদুল্লা খান সাং বাহিরদিয়া পোঃ মালসা ফিৎরা ২৲ ২। মোঃ আবুছাইদ ওয়াপদা অফিস আলমডাঙ্গা ফিৎরা ৫৲।

যিলা ফরিদপুর

১। মওঃ আবদুল কাদের সাং বড় গোপালদি পোঃ রায়পুর হাট ফিৎরা ৫৲।

জিলা বগুড়া

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মাষ্টার মোহাঃ দানেশউদ্দিন প্রাথমিক সাং রাজারালপুর পোঃ ভেলজানী জমঈতের রসিদ বহিতে আদায় ফিৎরা ৫৪৲ ২। মোহাঃ শাইফুল ইশলাম সাং তেঁতুল গড়া পোঃ শুড়িগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৩। মৌঃ মোহাঃ মহীবর রহমান তরফদার সাং দিঘাপাড়া পোঃ হাটসেরপুর ৫৲ ৪। এ, কে, এম, জসিমউদ্দিন সাং নানাহার পোঃ মোলামগাড়ী হাট ফিৎরা ৩৲ ৫। দ্বিতীয় শিক্ষক বলিয়া পাড়া ফিৎরা ১৩৲ ৬। মোহাঃ নূরুদ্দিদ সাং নারেহী পোঃ ডেগাজনী ফিৎরা ৫৲ ৭। মোঃ আবদুর রহীম সওদাগর সাং ও পোঃ জামালগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৮। হাজী মোহাঃ আদমুল্লাহ মণ্ডল সাঃ মুসিরপাড়া পোঃ কুতবপুর কুরবানী ৫৲ ৯। আবদুল কারিম, একস, নীদী কুরবানী ১০৲ ১০। কাষী আবু জাকর সাং গেড়িপুর পুর পোঃ জালাগঞ্জ কুরবানী ১০৲

যিলা রংপুর

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ ইয়াসিনউদ্দিন মণ্ডল সাং তালুক রিকাবেতপুর পোঃ বাদিয়া খালী ফিৎরা ৮০৲ ২। কিসামত জামাত হইতে পোং মৌভাষা ফিৎরা ১০৲ ৩। মোহাং গোলামুস হক সাং পানবাড়ী পোঃ পাটগ্রাম ফিৎরা ১০৲ ৪। আলহাজ মোহাঃ নযল হোসেন মণ্ডল সাং রাম মসজিদ তরফ হইতে পোঃ মতিনপুর কুরবানী ৫২৲ ৫। মোহাম আজমত আলী মিঞা সেক্রেটারী রামদেব শাখাজমঈয়ত আহলেহাদীস পোঃ মতিনপুর কুরবানী ১৮২০।

যিলা দিনাজপুর

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আবদুল মান্নান বিশ্বাস সাং বড় রঘুনাথপুর পোঃ আফতাবগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ২। আমীর উদ্দিন আহমত চৌধুরী ক্ষিত্রীপাড়া কুরবানী ১১৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস কর্তৃক পরিবশিতে

কয়েকখানা ধর্মীয় পুস্তক

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী প্রণীত

		মুল্য
১।	আহলে-হাদীস পরিচিতি	৩'০০
২।	ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	
	বোর্ড বাঁধাই	২'৫০
	সাধারণ বাঁধাই	২'০০
৩।	[আযযাওউললামে উর্দূ] মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা	১'০০
৪।	তিন তালাক প্রসঙ্গ	১'০০
৫।	ইসলাম বনাম কম্যুনিজম	'৬২
৬।	মুসাফাহা এক হস্তে না দুই হস্তে	'৪০
৭।	আহলে কিবলার পিছনে নামায	'২৫
৮।	নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী	'৩৭
৯।	ঈদে কুরবান	'৫০

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী আবদুর রহমান প্রণীত

১০।	নবী সহধর্মিণী	৩'০০

মওলানা মতীয়ুর রহমান প্রণীত

১১।	তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া [২য় খণ্ড]	৪'৫০

মওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ প্রণীত

১২।	নামায শিক্ষা [হুয়াইট প্রিন্ট]	'৭৫
	নিউজ প্রিন্ট	'৬২

মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল প্রণীত

১৩।	সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড	২'৫০

আল্লামা সুলায়মান নদভী প্রণীত এবং আরাফাত সম্পাদক কর্তৃক উর্দূ হইতে অনুদিত

১৪।	সোশিয়ালিজম বনাম ইসলাম	'৫০

এবং

অন্যান্য লেখকের ইসলামী গ্রন্থ মালা

প্রাপ্তিস্থান : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ,
৮৬, কাযী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth November 1970 Regd. No. DA- 59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর
অমর অবদান
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan

www.ahlehadeethbd.org